منهاج المسلم - بنغالي

ইসলামী জীবন পদ্ধতি

شعبة توعية الجاليات بالزلفي
هاتف: ٠٦ ٤٢٣٤٤٦٦ فاكس: ٠٦ ٤٢٣٤٤٧٧ ص.ب: ١٨٢

84

منهاج المسلم

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعة الأولى: ١٤٢١/٩ هـ.

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٢١هـ.
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (الزلفي)
منهاج المسلم ـ بالزلفي
١٠٠ ص ؛ ١٢ X ١٧ سم
ردمك: ٤-٠١-٨١٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١- الإسلام ـ مبادىء عامة أ- العنوان
ديوي ٢١١ ٢١/٤٣٧٤

رقم الإيداع: ٢١/٤٣٧٤
ردمك: ٤-٠١-٨١٣-٩٩٦٠

صف وإخراج: **شعبة توعية الجاليات في الزلفي**

منهاج المسلم
ইসলামী জীবন পদ্ধতি

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

মুমিন আল্লাহর উপর ঈমান আনে। অর্থাৎ, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। আর এটাও স্বীকার করে যে, তিনিই আসমান ও যমীনের একমাত্র স্রষ্টা। উপস্থিত ও অদৃশ্য সব কিছুরই খবর তিনি রাখেন এবং সকলের প্রতিপালক ও মালিক তিনিই। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত। প্রত্যেক দোষ থেকে তিনি পবিত্র। শরীয়ত ও যুক্তির কষ্টিপাথর তাঁর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। যেমন,

আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তাঁর অস্তিত্ব, সৃষ্টির প্রতিপালকতা, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثاً، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ, 'বস্তুতঃ তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপরঃ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যিনি রাতকে দিনের উপর বিস্তার করে দেন। তারপর দিন রাতের পিছনে পিছনে দৌড়তে থাকে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন বিধানের অধীন বন্দী। শুনে রেখ, সৃষ্টি তাঁরই

এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। তিনি বরকতময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৭ঃ৫৪) তিনি অনত্র বলেন,

﴿ أَن يَا مُوسَى إِنِّيْ أَنَااللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের মালিক।' (২৮ঃ ৩০) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنِّيْ أَنَااللهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ﴾

অর্থাৎ, 'আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। অতএব আমারই এবাদত কর।' (২০ঃ ১৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো অন্যান্য উপাস্য থাকতো, তাহলে (যমীন ও আসমান) উভয়েরই শৃংখলাব্যবস্থা বিনিষ্ট হয়ে যেতো। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পাক ও পবিত্র সেইসব কথা হতে, যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়।' (২১ঃ ২২) অনুরূপ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টজীব স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে বিশ্বের সৃষ্টি ও তার আবিষ্কারের দাবী করতে পারে। অনুরূপ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোন আবিষ্কারক ব্যতীত আবিষ্কার অসম্ভব। তাই শরীয়ত ও জ্ঞানের কষ্টিপাথরের ভিত্তিতে মুমিন মহান আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক এবং তিনিই পূর্বাপর সকলের উপাস্য। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক। তাঁর প্রভুত্বে কোন শরীক নেই। যেমন তিনি বলেন,

﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾

অর্থাৎ, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। যিনি নিখিল জাহানের রব্ব।'(১ঃ১) আর আল্লাহ তা'য়ালার প্রভুত্বের উপর আরো কিছু শরীয়তী দলীল নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১। তিনিই পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা। যেমন তিনি বলেন,

﴿ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

অর্থাৎ, 'বলে দাও! আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা।'(১৩ঃ ১৬)

২। তিনি সকল সৃষ্টজীবের অন্যদাতা। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾

অর্থাৎ, 'যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নাই, যার রেজেকদানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়।'(১১ঃ৬)

৩। মানুষের সুষ্ঠ বিবেক আল্লাহর প্রভুত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। কারণ, প্রত্যেক মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই এটা অনুভব করে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

অর্থাৎ, 'তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো! সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।' (২৩ঃ ৮৭)

৪। তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক। এগুলির নিয়ন্ত্রণকারীও তিনিই। যেমন তিনি বলেন,

﴿ قُلْ مَن يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَمْ مَن يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وَمَن يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ﴾

অর্থাৎ, 'তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করো, আসমান ও যমীন হতে তোমাদেরকে কে রিযক্ দান করে? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার ইখ তিয়ারাধীন? এবং কে নিষ্প্রাণ-নির্জীব হতে সজীব জীবন্তকে ও সজীব জীবন্ত হতে নিষ্প্রাণ-নির্জীবকে বাহির করে? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থা-পনাকে কে সম্পন্ন করেছে? তারা জাওয়াবে অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলো! তাহলে (এই মহা সত্যের বিপরীত আচরণ হতে) তোমরা কেন বিরত থাক না? তাহলে এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত প্রভু। তাহলে মহান সত্যের পর সুস্পষ্ট গুমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? (১০ঃ ৩১-৩২) অনুরূপ মুসলমানরা এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আল্লাহই পূর্বাপর সকলের উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوالْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহ নিজেই এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই। ফেরেশতা এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই

মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ উপাস্য হতে পারে না।' (৩ঃ ১৮) তিন অনত্র বলেন,

﴿ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾

অর্থাৎ, 'তোমাদের উপাস্য এক ও একক, মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি ভিন্ন (বিশ্বভুবনে) আর কেউ উপাস্য নেই।' (২ঃ ১৬৩) আল্লাহর রাসূলগণদের তাঁর উলূহিয়্যাত সম্পর্কে খবর দেওয়া এবং স্বীয় জাতি-দেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদতের দিকে আহ্বান জানানো ঐ সমস্ত দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যদ্দারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য যেমন হযরত নূহ আলাইহি অসাল্লাম তাঁর জাতিকে ডাক দিয়ে বলেন,

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থাৎ, 'হে জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য নেই।' (৭ঃ৫৯) অনুরূপ হযরত হূদ, সালেহ ও শোয়াইব আলাইহিমুস্সালাম সকলেই স্ব স্ব জাতিকে একই কথাই বলেছেন,

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থাৎ, 'হে জাতির লোকেরা! একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (৭ঃ ৬৫,৭৩,৮৫) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

অর্থাৎ, 'আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি।

আর তার সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী করো এবং তাগুতের বান্দেগী হতে দূরে থাকো।' (১৬ঃ৩৬) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন,

((إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله))

অর্থাৎ, 'যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর নিকট করবে।' (তিরমিজী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেন, 'আমার নিকট কোন সাহায্য কামনা করা যায় না, বরং সর্ব প্রকার সাহায্য আল্লাহর নিকটেই কামনা করতে হয়।' (তাবরানী) তিনি আরো বলেন,

((من حلف بغير الله فقد أشرك))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করলো, সে শির্ক করলো।'
(তিরমিজী) তিনি অনত্র বলেছেন,

((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))

অর্থাৎ, 'অবশ্যই ঝাড-ফুঁক, তাবিজ ব্যবহার করা ও যাদু করা শির্ক।' (আহমদ)

মুসলমানেরা আল্লাহর সুন্দর নাম ও তাঁর উচ্চ গুণাবলীর উপর ঈমান রাখে। তাতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না। অনুরূপ উক্ত নাম ও গুণাবলীর কোন প্রকার বিকৃতি অস্বীকৃতি এবং কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে না। বরং সেগুলি ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত

করে,
ইহি অসাল্লাম তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর যে দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহ নিজেকে ও তাঁর রাসূল তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তারাও তাঁকে পবিত্র বলে মনে করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহ ভাল ভাল নামের অধিকারী। তাঁকে ভাল ভাল নামেই ডাকো। সেই লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে।' (৭ঃ ১৮০) তিনি আরো বলেন,

﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

অর্থাৎ, 'হে নবী! এই লোকদের বলো, আল্লাহ বলে ডাকো, কি রহমান বলে যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর জন্য সব ভাল-ভাল নামই নির্দিষ্ট।' (১৭ঃ ১১০) আমাদেরকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবহিত করানোও তাঁর গুণাবলী প্রমাণকারী দলীলসমূহের অন্যতম। যেমন তিনি বলেন,

((يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة))

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে দেখে হাসেন, যাদের একজন অপর জনকে হত্যা করে। অতঃপর উভয়েই জান্নাতী হয়।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله—وفي رواية: فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط))

অর্থাৎ, 'যতই জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ততই জাহান্নাম বলতে থাকবে, আর কি আছে? অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা জাহান্নামে রাখলে, জাহান্নামের একাংশ অন্যাংশের দিকে জড়োসড়ো হয়ে বলতে থাকবে, যথেষ্ট যথেষ্ট ভরে গেছি।'(বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض))

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়া'লা আসমান ও যমীনকে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ, যমীনের বাদশাহরা আজ কোথায়?' (বুখারী) মুসলমানেরা আল্লাহর গুণাবলীকে বিশ্বাস করতে গিয়ে এবং তাঁকে তাঁর সুন্দর গুণে গুণান্বিত করতে গিয়ে এমন ধারণা, বা এমন ধরনের কল্পনাও তাদের অন্তরে আনে না যে, আল্লাহর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মত। নামকরণ ব্যতীত সৃষ্টির হাতের কোন কিছুর সাথে তার তুলনা করে না। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾

অর্থাৎ, 'বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন।' (৪২ঃ১১)

সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা

মুসলমানেরা এ বিশ্বাস রাখে যে, রাসূলের সাহাবীদের প্রতি এবং তাঁর বংশধরের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ওয়াজিব। আর এটাও বিশ্বাস করে যে, তাঁরা অন্যান্য মুমিন মুসলমানদের থেকে উত্তম। তবে মর্যাদা-সম্মানে তাঁদের কেউ অন্যের থেকে উর্ধ্বে। আর এই মর্যাদা-সম্মান নির্ধারিত হয়েছে তাঁদের আগে পিছে ঈমান আনা ও ইসলাম কবুল করার ভিত্তিতে। তাই তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, খুলাফায়ে রাশেদীন-গণ। অতঃপর ঐ দশজন সাহাবী, যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর তাঁরা হলেন, খুলাফায়ে রাশেদীনদের চারজন, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, যুবায়ের বিন আওয়াম, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাদ বিন যায়েদ, আবু উবায়দা বিন জাররাহ এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ। অতঃপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। অতঃপর উক্ত দশজন ব্যতীত যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁরা। যেমন, ফাতিমা, হাসান-হুসেন, সাবিত বিন কাইস এবং বিলাল বিন রাবাহ প্রমুখ।

মুসলমানেরা এও বিশ্বাস স্থাপন করে যে, ইসলামের ইমামদেরকে মর্যাদা-সম্মান দান করা ওয়াজিব। তাঁরা দ্বীনের ইমাম। যেমন, ক্বারীগণ, ফিকাহ বিশারদগণ এবং তাবা-তাবেয়ীনদের মধ্যে মুহাদ্দীস ও মুফাস সিরগণ। (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন!) অনুরূপ এটাও বিশ্বাস করে যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করা, তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের সাথে মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হারাম। তাই মুসলমানেরা উল্লিখিত সকলকে বিশেষ আদব তথা সম্মান দান করে।

১। তাঁরা রাসূলের সাহাবী ও তাঁর বংশধরকে ভালবাসে। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁদেরকে ভালবাসেন।
২। অন্যান্য সকল মুমিন মুসলমানের উপর তাঁদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾

অর্থাৎ, 'সেই সব মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ, যাঁরা সর্ব প্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁরা ও যাঁরা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাঁদের পিছনে পিছনে এসেছিলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও খুশী হলেন।' (৯ঃ ১০০) অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))

অর্থাৎ, 'আমার সাহাবীদের গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা খরচ করে, তাহলেও তাঁদের কারো মুদ্দ (৫৬০ গ্রাম), বরং অর্ধমুদ্দ সমপরিমাণেও পৌঁছাতে পারবে না।' (আবু দাউদ)
৩। এই ধারণা পোষণ করে যে, সাহাবীদের মধ্যে উত্তম হলো, আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ)। অতঃপর ওমার (রাঃ)। অতঃপর ওসমান (রাঃ)। অতঃপর আলী (রাঃ)। ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন,

((كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها))

البخاري

অর্থাৎ, 'আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবদ্দশায় বলতাম, আবু বাকার। অতঃপর ওমার। অতঃপর ওসমান। অতঃপর আলী। আর এ খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পৌঁছা সত্ত্বেও তিনি নিষেধ করতেন না।' (বুখারী)

৪। তাঁরা সকলেই সমান মর্যাদার আধিকারী এ কথা বলা থেকে বিরত থাকে। আর তাঁদের মধ্যে সংঘটিত বিরোধের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে।

৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গরীয়সী স্ত্রীদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাঁরা পবিত্রা নিষ্কলঙ্কা। খাদীজাহ ও আয়েশাহ তাঁদের মধ্যে উত্তম।

৬। ফাক্বীহ, মুহাদ্দীস ও ক্বারীদের মধ্যে যাঁরা ইসলামের ইমাম, তাঁদেরকে ভালবাসে, তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করে এবং তাঁদের মর্যাদা সম্মানকে স্বীকার করে। তাঁদের ভালোর দিকটাই তুলে ধরে। কোন কথা ও মতের কারণে তাঁদেরকে দোষারোপ করে না। আর মনে করে যে, তাঁরা নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদের মতকে অন্যের মতের উপর প্রাধান্য দেয়। তাঁদের কোন কথাকে বর্জন করে না। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সাহাবীদের (আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর রাযী থাকুন!) কথার মোকাবিলায় তাঁদের কথাকে বর্জন করে।

চার ইমাম অর্থাৎ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন

হাম্বাল ও ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন!) দ্বীনের বিধান ও মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে যা কিছু লিখে গেছেন ও বলে গেছেন, সবই সংগৃহীত হয়েছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে। এই দুই মূল ভিত্তি থেকে তাঁরা যা কিছু বুঝেছেন এবং চয়ন করেছেন, অথবা উহার উপর অনুমান করেছেন, তা-ই লিখে ও বলে গেছেন।

আর এই ধারণা পোষণ করে যে, ইমামরা মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত ছিলেন না। যেমন,কোন কোন ইমাম কোন মসলাতে সঠিক মত প্রকাশে ভুল করে ফেলেছেন। তবে এটা ইচ্ছাকৃত ও জেনে-শুনে নয়। বরং অনিচ্ছাকৃত ও প্রচেষ্টা করতে গিয়ে এবং সে সম্পর্কে না জানার কারণে। সুতরাং মুসলমানদের কর্তব্য হলো, কোন একজনের মত ও কথাকে না নিয়ে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই মতকে সঠিক বলে মনে করে, সেটাকেই গ্রহণ করা।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে তার ধারণা হলো,

১। তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেইসব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন।' (৪ঃ৫৯) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة))

অর্থাৎ, 'নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথা শুনো, তাঁদের অনুসরণ করো, যদিও সে ছোট মাথাওয়ালা হাবশী গোলাম হয়।' (বুখারী) তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তাঁদের অনুসরণ করে না। কারণ, আল্লাহর অনুসরণ তাঁদের অনুসরণের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))

অর্থাৎ, 'আল্লাহর অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।'

২। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে হারাম বলে মনে করে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজকে অপছন্দ করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, যে সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিদ্দাও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।' (বুখারী-মুসলিম)

৩। তাঁদের জন্য দোআ করে যে, তাঁরা যেন সৎ ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হোন এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকেন। কারণ তাঁরা সৎ হলে, সাধারণ লোকরাও সৎ থাকবে। আর তাঁরা খারাপ হলে, সাধারণের জন্যে অকল্যাণ নেমে আসবে।

৪। তাঁদের সাথে জিহাদে শরীক হবে এবং তাঁদের পিছনে নামায আদায় করবে। যদিও তাঁরা কাবীরাহ গুনাহ ও এমন হারাম কাজ সম্পাদন করে, যা সম্পাদনকারীকে কাফেরে পরিণত করে না। কারণ,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইমামদের অনুসরণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন,

((إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم))

অর্থাৎ, তাঁদের কথা শুনো ও তাঁদের আনুগত্য করো। কারণ, তাঁদের দায়িত্ব তারা বহন করবেন এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমরা বহন করবে।' (মুসলিম) উবাদা বিন সামিত (রাঃ) বলেন,

((بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان))

অর্থাৎ, আমরা মনোযোগ সহকারে শুনার এবং বিপদ-আপদ, সহজ-কঠিন সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে শপথ (বায়া'ত) করলাম। আর শপথ করলাম যে, যোগ্য উপযুক্ত লোকদের সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবো না। তিনি বললেন, তবে যদি স্পষ্ট শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখো, যে সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ আছে।' (তাহলে তাঁদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যাবে) (বুখারী-মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি আদব

মুসলমান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। তার উপর এমনও এক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন সে মায়ের পেটে এক ক্ষুদ্র বিন্দু ছিল। অতঃপর সে পর্যায়ক্রমে

বড় হয়। আবার এমন একটি দিন আসবে, যখন সে তার মহান প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এসব ভেবে সে তার রসনা দ্বারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করতঃ তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের সামনে অবনত করতঃ তাঁর শুকরীয়া আদায় করে। আর এটাই হচ্ছে পুত পবিত্র মহান আল্লাহর প্রতি তার আদব। কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করলে তাঁর প্রতি আদব করা হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾

অর্থাৎ, 'যে নিয়ামতই তোমরা লাভ করেছো, তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।' (১৬ঃ ৫৩) তিনি আবো বলেন,

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَاتُحْصُوْهَا ﴾

অর্থাৎ, 'তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গণনা করতে চাও, তবে তা গুণতে পারবে না।' (১৬ঃ ১৮) তিনি অনত্র বলেন,

﴿ فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴾

অর্থাৎ, 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো এবং আমার শোকর আদায় করো, আমার নিয়ামতের কুফরী করো না।' (২ঃ ১৫৩) মুসলমান যখন মহান আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান সম্পর্কে ভাবে এবং তিনি যে তার সব কিছুর খবর রাখেন, এ ব্যাপারে যখন চিন্তা করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি সঞ্চার হয় এবং সৃষ্টি হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। অতঃপর সে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে লজ্জা বোধ

করে। আর এটাই হলো মহান আল্লাহর প্রতি তার আদব। কারণ, এটা কখনোই আদব বলে গণ্য হতে পারে না যে, বান্দা তার প্রভুর অবাধ্যতা করবে, অথবা জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ তাঁকে পেশ করবে, অথচ তিনি তার সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ﴾

'তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়েও অবহিত, গোপন বিষয়েও।' (১৬ঃ ১৯)

আর যখন মুসলিম জেনে নেয় যে, আল্লাহ মহান শক্তিধর ও তার উপর ক্ষমতাশীল, তাঁর থেকে সে কোথাও পালাতে পারে না, তাঁর হাত থেকে মুক্তি এবং তিনি ব্যতীত কেউ আশ্রয় দিতে পারে না, তখন সে তাঁরই দিকে ধাবিত হয়। নিজের সব কিছুকে তাঁরই উপর সমর্পণ করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। আর এটাই হলো স্বীয় প্রভু ও স্রষ্টার প্রতি তার আদব। কারণ যাঁর কাছ থেকে পালানো সম্ভব নয়, তাঁর নিকট থেকে পালাতে চেষ্টা করা, কখনই আদব বলে গণ্য হবে না। অনুরূপ যার কোন শক্তি নেই, তার উপর ভরসা করা, আর যে কিছুই করতে পারে না, তার উপর আস্থাবান হওয়া, আদব বলে বিবেচিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾

অর্থাৎ, 'কোন জীব এমন নেই, যার মস্তক তাঁর (আল্লাহর) মুষ্টিতে বন্দী নয়।' (১১ঃ ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহরই উপরে ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হও।' (৫ঃ ২৩)

আর যখন মুসলিম তার প্রতি ও সমস্ত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমতের দিকে তাকায়, তখন সে আরো বেশী রহমতের আশা করে এবং এর জন্য সে নিষ্ঠা ও নম্রতার সাথে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। আর সে তার নেক আমল ও সৎ কর্মকে মাধ্যম (অসীলা) বানিয়ে তাঁর কাছে চায়। আর এটাই হলো আল্লাহর প্রতি তার আদব নিবেদন। কারণ, যাঁর রহমত সর্বত্র বিস্তৃত এবং যাঁর অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া কখনই আদব বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ তায়'ালা বলেন,

﴿ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وقال ﴿ وَلاَ تايئسوا مِن رَّوْحِ اللهِ﴾

অর্থাৎ, 'আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে।' (৭ঃ ১৫৬) তিনি অনত্র বলেন, 'আল্লাহর রহম হতে নিরাশ হয়ো না।' (১২ঃ ৮৭)

আর যখন মুসলিম তার প্রভুর শক্ত হাতের পকড়াও ও কঠোর প্রতিশোধ নেওয়াকে মনে মনে স্মরণ করে, তখন সে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যতা না করে তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। আর এটাই হলো আল্লাহর প্রতি তার আদব ও শ্রদ্ধা নিবেদন। কারণ দুর্বল,অসহায় বান্দা, মহাশক্তিধর, সর্বজয়ী আল্লাহর অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে, এটা কখনই আদব বলে গণ্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُ مِنْ دُوْنِهِ مِن وَّالٍ﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহ যখন কোন জাতির অকল্যাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তা করো প্রতিবাদে রুদ্ধ হয়ে যায় না এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই' (১৩ঃ ১১) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾

অর্থাৎ, 'মূলতঃ তোমার প্রভুর পাকড়াও বড় শক্ত।' (৮৫ঃ ১২) আল্লাহর অবাধ্য ও তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ অবস্থায় একজন মুসলমান ব্যক্তির মনে এই ধারণাই উদয় হয় যে, আল্লাহর আযাব ও তাঁর শাস্তি যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। যেমন, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর বিধানগুলি মেনে চলার সময় অনুভব করে যে, তার সাথে আল্লাহর কৃত ওয়াদা যেন সত্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির চাদর যেন তাকে আচ্ছাদিত করে রয়েছে। আর এটাই হলো একজন মুসলমানের আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা। কেননা, এটা আদব বলে গণ্য হবে না যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতঃ তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে ও এই ধারণা রাখবে যে, তিনি তাঁর ব্যাপারে অবহিত নন এবং পাপের কারণে তার পাকড়াও হবে না। অথচ তিনি বলেন,

﴿ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, 'বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ কোন খবর রাখেন না। তোমরা তোমাদের প্রভু সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে এটাই তোমাদেরকে ডুবালো, আর এই কারণেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে। (৪১ঃ ২২-২৩) অনুরূপ এটাও আল্লাহর

প্রতি আদব বিবেচিত হবে না যে, তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে এই ধারণা পোষণ করতঃ যে, তিনি তাকে তার ভাল কাজের প্রতিদান দেবেন না, অথবা তার এবাদত উপাসনাকে তিনি কবুল করবেন না। অথচ তিনি বলেন,

﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'আর সফল হবে সেই সব লোকেরা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফারমানী হতে দূরে থাকে।' (২৪ঃ ৫২) সার কথা হলো, একজন মুসলমানের তার প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর নাফার - মানী করতে লজ্জা বোধ করা, নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর উপর ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের আশা করা, তাঁর প্রতিশোধ নেওয়াকে ভয় করা, তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করা এবং বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর শাস্তির বাস্তবায়নের ব্যাপারে সঠিক ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি হলো আল্লাহর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আদব নিবেদন। আর এই আদব ও শ্রদ্ধা যত প্রগাঢ় হবে এবং যত সে এর সংরক্ষণ করবে, ততই তার মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহর কালামের প্রতি আদব

মুমিন এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আল্লাহর কালাম পুত পবিত্র, সুমহান মর্যাদাসম্পন্ন এবং সমস্ত কালামের থেকে শ্রেষ্ঠ কালাম। আর আল্লাহর কালাম হলো কুরআন। যে কুরআনানুযায়ী কথা বলবে, তারই কথা সঠিক ও সত্য হবে। আর যে, এই কুরআনানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে, সেই ন্যায় বিচার করতে সক্ষম হবে। যারা কুরআনের অনুসা-

রী,তারাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ বান্দা। যারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, তারাই সাফল্য লাভ করবে। আর যারা কুরআন থেকে বিমুখ হবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إقرأوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه))

অর্থাৎ, 'কুরআন পাঠ করো, কারণ সে কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারেশকারী হয়ে আগমন করবে।' (মুসলিম) তিনি আরো বলেন, 'মানুষের মধ্যে দু'টি দল রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো কুরআনের দল। আর এরাই হলো আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর খাস বান্দা।' (আহমদ, নাসায়ী) তিনি অন্য এক হাদীসে বলেন,

((إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، فقيل يارسول الله وما جلاؤها؟ فقال: تلاوة القران وذكر الموت))

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় অন্তরে ঐরূপ জঙ্গ-মরিচা লাগে, যেরূপ লোহাতে জঙ্গ-মরিচা লাগে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের মরিচা কিভাবে দূর করা যায়? তিনি বললেন, কুরআনের তেলাওয়াত করে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করে।' (বায়হাকী) তাই তো মুসলিম সেটাকেই হালাল মনে করে, কুরআন যার হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর কুরআন যার হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে সে হারাম মনে করে। কুরআনে বর্ণিত আদবের যত্ন নেয় এবং কুরআনের চরিত্রে নিজেকে চরিত্রবান করে তোলে। আর কুরআন তেলাওয়াতের সময় নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখে।

১। পবিত্রাবস্থায় ক্বেবলামুখী হয়ে এবং আদব ও নম্রতার সাথে বসে

কুরআনের তেলাওয়াত করে।
২। ধীরস্থিরতার সাথে তেলাওয়াত করে, তাড়াহুড়ো করে না। আর তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলেছেন,

((لم يفقه من قرأ القران فى أقل من ثلاث))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করলো, সে কুরআনের কিছুই বুঝলো না।' (তিরমিজী)
৩। কুরআন তেলাওয়াতের সময় বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে।
৪। সুন্দর সুরে তেলাওয়াত করে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের শব্দের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করো।' (আবু দাউদ, নাসায়ী)
৫। লোক প্রদর্শনীর আশংকা বোধ করলে, অথবা মুসাল্লীদের অসুবিধা হলে, গোপনে তেলাওয়াত করে।
৬। গবেষণামূলক ভাব, উপস্থিত মন নিয়ে এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তেলাওয়াত করে।
৭। কুরআন তেলাওয়াতের সময় না সে উদাসীন থাকে, আর না তার বিরোধিতাকারীদের মত থাকে। এরকম হলে, সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ করে বসবে। কেননা, যখন সে পড়বে 'লা'নাতুল্লাহি আ'লাল কাযিবিন' অথবা 'লা'নাতুল্লাহি আ'লাযোলিমিন' অতঃপর সেনিজেই যদি মিথ্যুক ও অত্যাচারী হয়, তাহলে সে নিজেই নিজের উপর অভিশাপ করলো বলেই বিবেচিত।
৮। আল্লাহর খাস বান্দাদের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার প্রচেষ্টা করে।

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আদব

নিম্নে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আদব ও শ্রদ্ধা নিবেদন যে ওয়াজিব, একথা একজন মুসলমান বিশ্বাস করে। আর কারণগুলি হলো,

১। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা পেশ করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ো না।' (৪৯ঃ ১) তিনি অনত্র বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না। আর নবীর সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেদের পরস্পরের সাথে করে থাকো। তোমাদের সৎ কার্যসমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে, তোমরা তার টেরও পাবে না।' (৪৯ঃ ২)

২। আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লামকে ভালবাসা ও তাঁর অনুসরণ করাকে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো।' (৪৭ঃ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ﴾

অর্থাৎ, 'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করে নাও। আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন, তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও।' (৫৯ঃ ৭) তিনি অনত্র বলেন,

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ﴾

অর্থাৎ, 'হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।' (৩ঃ ৩১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) متفق عليه

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হয়ে যাবো।' (বুখারী-মুসলিম) তবে রাসূলের প্রতি আদব কেমন করে এবং কিভাবে করা হয়?

১। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য

করে।

২। তাঁর ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপর অন্য কোন সৃষ্টির শ্রদ্ধা ও সম্মানকে প্রাধান্য না দিয়ে, তাতে সে যেই হোক কেন।

৩। তাঁকে যে ভালবাসে তার সাথে ভালবাসা রাখবে। তাঁর সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে সে শত্রু ভাববে।তিনি যাতে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে। যে জিনিস রাসূলকে ক্রোধান্বিত করতো, তাতে সে ক্রুদ্ধ হবে।

৪। সম্মানের সাহিত তাঁকে স্মরণ করবে এবং তাঁর উপর দরূদ পাঠ করবে।

৫। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি যা কিছু বলেছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তিনি যার খবর দিয়েছেন, তার সত্যায়ন করবে।

৬। তাঁর সুন্নাতকে জীবিত করবে। তাঁর শরীয়তের প্রচার প্রসার করবে। তাঁর দাওয়াতকে সম্প্রসারণ এবং তাঁর অসীয়তের বাস্তবায়ন করবে।

স্বীয় নাফ্সের প্রতি মুসলিমের আদব

মুসলমান একথা বিশ্বাস করে যে, তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য নির্ভর করে স্বীয় আত্মাকে পাক ও পবিত্র রাখার উপরে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾

অর্থাৎ, 'নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফ্সের পবিত্রতা বিধান করলো। আর ব্যর্থ হলো সে, যে একে অপবিত্র করলো।' (৯১ঃ

৯-১০) তিরি আরো বলেন,

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

অর্থাৎ, 'কালের শপথ! মানুষ মূলতঃই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সেই লোকেরা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক্বের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে।' (১০৩ঃ ১-৩) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصا ني فقد أبى))

অর্থাৎ, 'আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। শুধু সে ছাড়া, যে (জান্নাতে প্রবেশ করতে) অস্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে আবার অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফারমানী করবে, সে-ই (জান্নাত যেতে) অস্বীকার করেছে বলে বিবেচিত হবে।' (বুখারী) মুসলমান একথাও বিশ্বাস করে যে, নাফ্সের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতাকারী হলো, ঈমান। আর তার অশুচিতা ও অপবিত্রতাকারী হলো, পাপ ও কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

অর্থাৎ, 'তোমরা নামায কায়েম করো, দিনের দুই প্রান্ত সময়ে এবং কিছুটা রাত হওয়ার পরে। আসলে ন্যায় কার্যসমূহ সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়।' (১১ঃ ১১৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'কখনই নয়, বরং এই লোকদের দীলের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গেছে।' (৮৩ঃ ১৪) এই জন্যই মুসলিম সর্বক্ষণ তার নাফ্সকে পবিত্র করার প্রচেষ্টায় থাকে। রাত-দিন নাফ্সকে ভাল কাজে লাগায় এবং মন্দ কাজ হতে তাকে দূরে রাখে। সব সময় আত্ম-সমালোচনা করে এবং তাকে ভাল কাজ ও আনুগত্যের উপর উদ্বুদ্ধ করে। অনুরূপ অন্যায় ও ফাসাদজনক কাজ থেকে তাকে দূরে রাখে। আর নাফ্সের পবিত্রতা বিধান ও পরিশুদ্ধিকরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন-

১। তাওবা। তাওবার অর্থ হলো, সমস্ত অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত হওয়া। কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর পাপ না করার দৃঢ় পরিকল্পনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তাওবা করো, খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা। অসম্ভব
ত্রুটিগুলি তোমাদের হতে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সবের নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা সদা

প্রবহমান থাকবে।' (৬৬ঃ ৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলেন,

((إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مشرقها))

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ দিনে তাওবাকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য রাতে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। আবার রাতে তাওবাকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য দিনে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। আর এই দৃশ্য পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।' (মুসলিম)

২। **পর্যবেক্ষণ।** অর্থাৎ, মুসলিম জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রভুকে সবকিছুর পর্যবেক্ষণ বলে মনে করে। সে জানে যে, আল্লাহ তার ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত। তার গোপন ও প্রকাশ্য রহস্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। আর এইভাবে তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ তার সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখছেন। কাজেই সে তখন ভক্তির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর আনুগত্য ক'রে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর দিকেই অগ্রসর হয় এবং তিনি ব্যতীত সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে। আর একেই বলে আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করা। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾

অর্থাৎ, 'বস্তুতঃ যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত ক'রে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে, তার চাইতে উত্তম ধর্ম আর কার হতে

পারে? (৪ঃ ১২৫) আর হুবহু এই কথাটাই আল্লাহ নিম্নের আয়াতের মধ্যে বলেছেন,

﴿ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ﴾

অর্থাৎ, 'হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকনা কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শুনাও, আর হে লোকরো! তোমরাও যা কিছু করো, এসব অবস্থায়ই আমরা তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো।' (১০ঃ৬১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলেন, 'তুমি আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করো, যেন তুমি তাঁকে অবলোকন করছো। তুমি যদি তাঁকে অবলোকন করতে না পার, তবে (এটা মনে করো যে,) তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।' (মুসলিম)

৩। আত্মসমালোচনা। অর্থাৎ, যেহেতু মুসলমান রাত-দিন পার্থিব জীবনে আমল করতে ব্যস্ত,-যে আমল তাকে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে ধন্য করবে, আখেরাতের মর্যাদা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যোগ্য করবে। আর দুনিয়াই হলো আমলের স্থান,-সেহেতু তার উচিত তার উপর ওয়াজিব এবাদতসমূহের ঐরূপ খেয়াল রাখা, যেরূপ ব্যবসায়ী তার আসল পুঁজির খেয়াল রাখে। আর নফল এবাদতসমূহের প্রতি ঐ রকম খেয়াল রাখা, যে রকম ব্যবসায়ী তার লভ্যাংশের প্রতি খেয়াল রাখে। পাপ ও অন্যায়কে ভাববে ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাওয়ার মত। অতঃপর আত্মসমালোচনা করে দেখবে যে, আজ সে কি করেছে? যদি ওয়াজিব পালনে কোন ঘাটতি পায়, তাহলে সে স্বীয় নাফ্সকে

তিরস্কার করবে এবং সাথে সাথেই সেই ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা নেবে। তবে যদি ঘাটতি এমন হয়, যা কাযা করা যাবে, তাহলে কাযা করে নেবে। অন্যথায় বেশী বেশী নফল আদায় করে তা পূরণ করে নেবে। আর যদি কমতি নফল আদায়ে হয়ে থাকে, তবে পুনরায় নফল পড়ে, তা পুরা করে নেবে। আর যদি লোকসান কোন অবৈধ কাজ সম্পাদনের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, লজ্জিত হবে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং ভাল কাজ করবে, যা কৃত মন্দের জন্য পরিশুদ্ধতাকারী হবে। আর একেই বলে আত্মসমালোচনা। আত্মস-মালোচনার প্রমাণাদির মধ্যে হলো, আল্লাহ তা'য়ালার এই বাণী,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ا تَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِّمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের সেই সব আমল সম্পর্কে অবহিত, যা তোমরা করতে থাকো। (৫৯ঃ ১৮) আর উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন,

((حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا))

অর্থাৎ, 'তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেদের হিসাব নিজেরাই আগে করে নাও।' (আহমদ)

৪। চেষ্টা-সাধনা। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমানের জানা দরকার যে, তার মূল ও আসল শত্রু হচ্ছে তার নাফ্স। যার স্বভাবই হলো অন্যায়ের

দিকে অগ্রসর হওয়া, ভাল কাজ থেকে পলায়ন করা, মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং আরামকে ভালবাসা। প্রবৃত্তি তাকে উত্তেজিত করে, যদিও এসবের মধ্যে রয়েছে তার অশুভ পরিণাম। যখন মুসলমান এ সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সে স্বীয় নাফ্সকে সৎ কাজে লাগায় এবং অন্যায় অবাঞ্ছনীয় কাজ থেকে তাকে দূরে রাখে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

অর্থাৎ, 'আর যারা আমাদের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ দেখাবো। আর আল্লাহ্ নিশ্চয় সৎকার্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।' (২৯ঃ ৬৯) আর এটাই (চেষ্টা-সাধনা করা) নেক লোকদের অভ্যাস এবং সত্যবাদী মুমিনদের পথ। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম এত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাতে আল্লাহর এবাদতের নিমিত্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত। যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে, এত কেন দাঁড়িয়ে থাকছেন? বলতেন, 'আমি কি চাইবো'না যে, আমি একজন আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হই?।' (বুখারী-মুসলিম)

পিতা-মাতার অধিকার

প্রত্যেক মুসলমান এ কথা স্বীকার করে যে, তার উপর তার পিতা-মাতার যথাযথ অধিকার রয়েছে। তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাঁদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা অপরিহার্য। আর এটা কেবল এই জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্বের মাধ্যম, বা তার প্রতি উত্তম এমন কিছু পেশ করেছেন, যার প্রতিদান সে দিতে চায়। বরং

মহান আল্লাহ তার উপর পিতা-মাতার আনুগত্যকে অত্যাবশ্যক করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

অর্থাৎ, 'তোমার প্রভু ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তারই এবাদত করবে। আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।' (১৭ঃ ২৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يارسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين...))

অর্থাৎ, 'তোমাদেরকে কি মহাপাপের কথা বলবো না? সাহাবীরা বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, 'তা হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।' (বুখারী) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, 'সঠিক সময়ে নামায আদায় করা।' আমি বললাম, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' (বুখারী-মুসলিম) এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত?' সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তবে তাদের সাথেই জিহাদ করো।' (অর্থাৎ তাদের খিদমত করো) (বুখারী) মুস-

লমান যখন পিতা-মাতার অধিকারকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর অসীয়ত বাস্তবায়ন করতঃ তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তখন সে নিম্নে বর্ণিত পিতা-মাতা সম্পর্কীয় আদবের যত্ন নেয়। যেমন,
১। তাদের প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধকে মেনে চলে, যদি তা আল্লাহর অবাধ্য ও শরীয়ত পরিপন্থী না হয়। কারণ স্রষ্টার অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা চলে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ﴾

অর্থাৎ, 'কিন্তু তারা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করবার জন্য চাপ দেয়, যাকে তুমি জান না, তাহলে তাদের কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে থাকো।' (৩১ঃ ১৫) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق))

অর্থাৎ, 'স্রষ্টার অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।' (আহমদ)
২। তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। তাঁদের সাথে নরম আচরণ ও তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা দান করবে। তাঁদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলবে না। তাঁদের আগে আগে চলবে না। স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেবে না। তাঁদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত কোথাও সফর করবে না।
৩। সাধ্যানুসারে সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ তাঁদের সহিত করবে। যেমন, তাদের পানাহার ও পরিধানের ব্যবস্থা করা। অসুস্থ হলে তাঁদের

চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তাঁদের থেকে কষ্টকে দূরীভূত করা। নিজেকে তাঁদের সেবায় উৎসর্গ করা।

৪। তাঁদের জন্য দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা।

সন্তান-সন্ততিদের অধিকার

মুসলিম এটা স্বীকার করে যে, তার উপর তার সন্তান-সন্ততির অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য ভাল মায়ের নির্বাচন করা, তাদের সুন্দর নাম রাখা, সাত দিনে তাঁদের আক্বীকা দেওয়া, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের উপর ব্যয় করা, সুন্দরভাবে তাদের লালন-পালন করা, তাদের-কে আদব ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা, শরীয়তের ওয়াজিব ও সুন্নাত কার্যাদি আদায়ে তাদেরকে অভ্যস্ত করানো এবং বালেগ বা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে গেলে তাদের বিয়ে দিয়ে তাদেরকে তারই সাথে থাকার, অথবা তার থেকে আলাদা হয়ে থাকার অধিকার দেওয়া ইত্যাদি সবই হলো তাদের অধিকারভুক্ত বিষয়। আর এ অধিকারগুলির সমর্থনে রয়েছে কুরআন থেকে প্রমাণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

অর্থাৎ, 'যে বাপ চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দাতকাল পর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত দুধ সেবন করাবে। এই অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে সুনিয়মিত - ভাবে মায়েদের খোরাক-পোশাক দিতে হবে।' (২ঃ ২৩৩)

তিনি আরো বলেন,

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ঈন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' (৬৬ঃ ৬) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

অর্থাৎ, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশংকায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযক দেবো এবং তোমাদেরকেও'। (১৭ঃ ৩১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه))

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক শিশু তাদের আক্বীকার সাথে বাঁধা থাকে, যা সাত দিনে করতে হয়। সেদিনে তার নাম রাখতে হয় এবং মাথা নেড়া করতে হয়।' (তিরমিজী, আবু দাউদ) তিনি আরো বলেন, 'সন্তানদেরকে কোন কিছু দিলে সমান সমান দেবে।' (বায়হাকী ও তাবরানী) তিনি আরো বলেন,

((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاضع))

অর্থাৎ, 'সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরের হবে। আর এই নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো, যখন

তারা দশ বছরের হবে এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।' (আবু দাউদ)

ভাইদের প্রতি আদব। মুসলিম মনে করে যে, পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ন্যায় ভাইদের প্রতিও আদবের খেয়াল রাখতে হয়। সুতরাং ছোটরা বড় ভাইদেরকে পিতা-মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। আর বড়রা আপন পিতা-মাতার ন্যায় ছোটদের অধিকার ও আদবের খেয়াল রাখে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((بر أمك ثم أباك ثم أخاك ثم أختك ثم أدناك أدناك))

অর্থাৎ, 'তোমার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। অতঃপর তোমার ভাই-বোনদের সাথে। অতঃপর অন্যান্যদের সাথে।' (বায্যার)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

মুসলমানরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আদবকে স্বীকার করে। আর আদব বলতে তাদের একে অপরের অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

অর্থাৎ, 'নারীদের জন্যও সঠিকভাবে সেইরূপ অধিকার নির্দিষ্ট রয়েছে, যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে।' (২ঃ ২২৮) এই আয়াত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারকে প্রমাণ করে। আর এ কথাও প্রমাণ করে যে, নারীদের উপর পুরুষদের কিছু বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন বলেছিলেন,

((ألا إن لكم علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا))

অর্থাৎ, 'শোন, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। আর তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে।' (তিরমিজী আবু দাউদ ও নাসায়ী) এই অধিকারসমূহের মধ্যে কিছু অধিকার এমন রয়েছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শরীক। আবার কিছু অধিকার রয়েছে, যা তাদের একে অপরের জন্য নির্দিষ্ট।

শরীকী অধিকার

১। বিশ্বস্ততা। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের জন্য বিশ্বস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। কোন কিছুতেই তারা একে অপরের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

২। একে অপরকে ভালবাসবে এবং তারা একে অপরের প্রতি সদয় হবে। তারা পরস্পরকে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসবে। সারা জীবন-ভর তারা একে অপরের জন্য দয়াবান ও দয়াবতী হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

অর্থাৎ, 'তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতির মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে ভালাবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন।' (৩০ঃ ২১) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من لا يرحم لا يرحم))

অর্থাৎ, 'যে অন্যের প্রতি রহম করে না, তার প্রতিও রহম করা হবে না।' (বুখারী-মুসলিম)

৩। তারা একে অপরের জন্য নির্ভরযোগ্য হবে। তাদের সততা ও নিষ্ঠাবান হওয়ার ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ﴾

অর্থাৎ, 'মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই।' (৪৯ঃ ১০) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অপর ভা'য়ের জন্য বাসবে।' (বুখারী-মুসলিম) বৈবাহিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করে।

৪। সাধারণ আদব। অর্থাৎ, তারা একে অপরের প্রতি সাধারণ আদব-গুলির খেয়াল রাখবে। যেমন, দৈনন্দিন কার্যকলাপে পরস্পরের প্রতি সদয় হওয়া, সব সময় হাসিমুখী থাকা, ভদ্রতার সাথে চলা-ফেরা করা এবং একে অপরকে ভক্তি ও সম্মান করা। আর এগুলি হলো সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার এমন আদবসমূহ, যার নির্দেশ মহান আল্লাহ দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

অর্থাৎ, 'এবং তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো।' (৪ঃ ১৯) আর এটাই নারীদের ব্যাপারে উত্তম অসীয়ত, যার নির্দেশ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন,

((استوصوا بالنساء خيرا))

অর্থাৎ, 'নারীদের ব্যাপারে উত্তম অসীয়ত গ্রহণ করো।' (বুখারী) স্বামী-স্ত্রীর এমন সাধারণ কিছু অধিকার রয়েছে, যা তাদের উভয়কে একে অপরের জন্য যত্ন নিতে হয়। আর তা হলো,

প্রথমতঃ, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

১। সদ্ভাবে তার সাথে জীবন-যাপন করা। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾

অর্থাৎ, 'এবং তোমরা তাদের সাথে মিলে-মিশে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো।' (৪ঃ ১৯) সুতরাং নিজে যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে। নিজে যা পরবে, তাকেও তা পরাবে। তার অবাধ্যতার আশংকা বোধ করলে, তাকে শিক্ষা দেবে। এই আদব শিক্ষা ঐভাবেই দেবে, যেভাবে মহান আল্লাহ নারীদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন গালি-গালাজ ও জঘন্য ব্যবহার না করে তাকে নসীহত করবে। অতঃপর যদি সে আনুগত্যশীলা হয়ে যায়, তো ভাল কথা। অন্যথায় তাকে বিছানা থেকে পৃথক করে দেবে। আর এতে যদি সে পরিবর্তন

হয়ে যায়, তো ভাল কথা। অন্যথায় হালকা করে এমনভাবে তাকে প্রহার করবে, যাতে সে রক্তাক্ত হবে না, কোন স্থান ক্ষত হবে না এবং শরীরের কোনা অঙ্গ ভেঙ্গেও যাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَاللاَّتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً﴾

অর্থাৎ, 'আর যে সব স্ত্রীলোকের বিদ্রোহী ভাবধারা-সম্পন্না হওয়ার তোমরা আশংকা করবে, তাদেরকে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের হতে দূরে থাকো এবং তাদেরকে মারধর করো। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করবে না।' (৪ঃ ৩৪) এক ব্যক্তি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কি? তখন তিনি বলেছিলেন,

((أن تطعمها إن طعمت وتكسوها إن اكتبست ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت))

অর্থাৎ, 'তুমি যা খাবে, তাকেও তা-ই খাওয়াবে। তুমি যা পরিধান করবে, তাকেও তা-ই পরিধান করাবে। আর তার মুখমন্ডলে কখনই আঘাত করবে না। তার সাথে জঘন্য ব্যবহার করবে না এবং ঘর থেকে তাকে বের করে দেবে না।' (আবু দাউদ) তিনি আরো বলেন,

((ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن))

অর্থাৎ, 'শোন, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে,

তোমরা ভালভাবে তাদেরকে খেতে ও পরতে দেবে।' (তিরমিজী) অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر))

অর্থাৎ, 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন মহিলাকে ঘৃণা না করে। তার কোন স্বভাব অপছন্দ হলে, অন্যটিতে সন্তুষ্ট হতে পারে।' (মুসলিম)

২। দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়া, যদি সে তা না জানে, কিংবা শিক্ষার মজলিসগুলিতে তাকে শরীক হওয়ার অনুমতি দেওয়া। কারণ, তার দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজন তার খাওয়ার প্রয়োজনের থেকে কম নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' (৬৬ঃ ৬)

৩। ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে তাকে বাধ্য করবে। কাজেই পদহীনভাবে চলাফেরা থেকে এবং মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে বাধাহীনভাবে মেলামেশা থেকে তাকে বিরত রাখবে। কেননা, স্বামী হলো তার অভিভাবক। স্ত্রীর হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব তারই উপর অর্পিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

অর্থাৎ, 'পুরুষরা হলো স্ত্রীলোকের পরিচালক।' (৪ঃ ৩৪) অনুরূপ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((الرجل راع فى أهله و مسؤول عن رعيته))

অর্থাৎ, 'পুরুষ হলো স্ত্রীর অভিভাবক। তাকে তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (বুখারী-মুসলিম)

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার,

নিম্নে বর্ণিত স্বামীর অধিকারগুলি আদায় করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আর তা হলো,

১। আল্লাহর অবাধ্য ব্যতীত তার অনুসরণ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

অর্থাৎ, 'তারা যদি তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চলাবার ছুতা তালাশ করবে না।' (৪ঃ ৩৪) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح))

অর্থাৎ, 'স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকলে, সে যদি না আসে ফলে স্বামী যদি তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীর উপর প্রভাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকেন।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))

অর্থাৎ, 'যদি আমি কাউকে কারো জন্য সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদা করার আদেশ দিতাম।' (বুখারী-মুসলিম)

২। স্বামীর মান-মর্যাদার সংরক্ষণ করবে। তার মাল, সন্তান-সন্ততি ও বাড়ীর সমস্ত কিছুর হেফাযত করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾

অর্থাৎ, 'আর যারা সৎ মেয়েলোক, তারা আনুগত্যপরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।' (৪ঃ ৩৪) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها))

অর্থাৎ, 'স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর অভিভাবক। তাকে তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (বুখারী-মুসলিম)

৩। স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ী থেকে বের হবে না। চক্ষুকে সব সময় অবনত রাখবে। উচ্চস্বরে কথা বলবে না। অন্যায় থেকে স্বীয় হাতকে বাঁচিয়ে রাখবে। আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى﴾

অর্থাৎ, 'আর তোমরা নিজেদের ঘরেই অবস্থান করো এবং পূর্বতন

জাহেলী যুগের মত সাজ-গোজ দেখিয়ে বেড়িও না।' (৩৩ঃ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلاَ تَخْضَعْنَ فِيْ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾

অর্থাৎ, 'বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করবে না, তাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে।' (৩৩ঃ৩২) তিনি আরো বলেন,

﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾

অর্থাৎ, 'মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না।' (৪ঃ ১৪৮) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا﴾

অর্থাৎ, 'হে নবী! মুমিন স্ত্রীলোকদের বলো, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থনের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেই সব জিনিস ছাড়া, যা আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে।' (২৪ঃ ৩১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها و مالها

অর্থাৎ, 'উত্তম নারী তো সেই, যার দিকে তাকালে তোমাকে আনন্দ

দান করে। যখন কোন কিছুর নির্দেশ দাও, সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে। আর যে নারী তোমার অনুপস্থিতিতে স্বীয় নাফ্সের ও মালের হেফাযত করে।' (তাবরানী)

আত্মীয়দের প্রতি আদব

মুসলিম তার আত্মীয়দের প্রতি ঐরূপ আদবের খেয়াল রাখে, যেরূপ তার পিতা-মাতার, সন্তান-সন্ততির ও ভাই-বোনদের প্রতি রাখে। তার খালা ফুফুর সাথে আপন মায়ের মত ব্যবহার করে। যেমন স্বীয় বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করে, অনুরূপ চাচা, খালু ও মামুদের সাথেও করে। এইভাবে মুমিন ও কাফের সকল আত্মীয়দের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি আদবের খেয়াল রাখে। বড়দের শ্রদ্ধা করে। ছোটদের স্নেহ প্রদর্শন করে। অসুস্থদের দেখতে যায়। কষ্টে পতিতদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। বিপদগ্রস্তদের ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে, সে তা জুড়ার প্রচেষ্টা করে। তার প্রতি তারা কঠোর হলেও, তাদের প্রতি সে হয় বিনয়ী। আর এ সবই সে করে কুরআন ও হাদীসে রাসূলের শিক্ষার আলোকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾

অর্থাৎ, 'সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজেদের হক্ব দাবী করো এবং আত্মীয়তারসূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাকো।' (৪ঃ ১) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَاٰتِ ذَاالْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ و قال: ﴿ إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! আত্মীয়কে তার হক্ব পৌঁছিয়ে দাও। (৩০ঃ ৩৮) তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের(সেলাহ রহমীর) নির্দেশ দিয়েছেন। (১৬ঃ ৯০) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ কাজটি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে? তিনি উত্তরে বললেন,

((تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم))

অর্থাৎ, 'আল্লাহর এবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। আর নামায কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে অটুট রাখো।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি এ কথাও বলেছেন যে, 'অভাবীদের সাদক্বা করলে শুধু সাদক্বা করার নেকীই পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মীয়দেরকে সাদক্বা করলে, সাদকার নেকীর সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার নেকীও পাওয়া যায়।' (বুখারী-মুসলিম) আসমা বিনতে আবু বাকারের মুশরিক মা মক্কা থেকে মদীনায় এলে, আসমা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি কি আমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখবো? তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখো।'

প্রতিবেশীদের প্রতি আদব

মুসলিম এ কথা স্বীকার করে যে, প্রতিবেশীর এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যা পূর্ণরূপে প্রদান করা সকলের উপর ওয়াজিব। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَا نًا، وَ بِذِي الْقُرْبَىٰ، وَ الْيَتَامَىٰ، وَ الْمِسْكِيْنِ، وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وَ الْجَارِ الْجُنُبِ﴾

অর্থাৎ, 'পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও। আর প্রতি বেশী আত্মীয়দের প্রতি,পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতিও।' (৪ঃ ৩৬) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت أنه سيورثه))

অর্থাৎ, 'আমাকে জিবরাইল এমনভাবে প্রতিবেশীদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে ছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাদেরকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।'(বুখারী-মুসলিম) প্রতিবেশীদের অধিকার হলো,

১। কথা ও কাজের দ্বারা তাদেরকে আঘাত না দেওয়া। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فقيل من يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه))

অর্থাৎ, 'আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে? বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বুখারী)

২। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা। সুতরাং সাহায্য-সহযোগিতার কামনা করলে, সাহায্য ও সহযোগিতা করা। অসুস্থ হলে, দেখতে যাওয়া। খুশীর সময় অভিনন্দন পেশ করা। বিপদগ্রস্ত হলে, সবর দেওয়া। দেখা হলে, সালাম করা। নরমভাবে কথা বলা। তার ছেলেদের স্নেহ করা। তাকে সেই পথ প্রদর্শন করা, যে পথে রয়েছে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য। ভুল-ত্রুটি হলে, ক্ষমা করে দেওয়া। তার গোপনীয় জিনিসের পিছনে না পড়া। বাড়ী-ঘর তৈরীর ব্যাপারে, অথবা রাস্তা-ঘাটের ব্যাপারে তাকে সংকটে না ফেলা। নোংরা দুর্গন্ধময় জিনিস তার বাড়ীর সামনে ফেলে তাকে কষ্ট না দেওয়া। এ সবই তার প্রতিবেশীর প্রতি নির্দেশিত অনুগ্রহ করার বিষয়।

৩। ভাল ও কল্যাণ নিবেদন করতঃ তার সম্মান করা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((يا نساء المسلمات لاتحقرن جاره لجارتها ولو فرسن شاة))

অর্থাৎ, 'হে মুসলিম নারীরা! কোন জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে তা প্রতিবেশীকে দেওয়া থেকে বিরত থেকো না, যদিও তা সামান্য গোশত-যুক্ত হাড়ও হয়।' (বুখারী-মুসলিম) একদা আবু যার (রাঃ)কে লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك))

অর্থাৎ, 'হে আবু যার! ঝোল জাতীয় কোন জিনিস পাক করলে, তাতে পানি বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিবেশীকে তা পৌঁছাও।' (মুসলিম) আর আয়েশা (রাঃ) যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার দু'জন প্রতিবেশী তো কার প্রতি হাদিয়া পেশ করবো? তিনি বললেন, 'তাদের উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশী নিকটে তার প্রতি।' (বুখারী)

৪। তার সম্মান ও ভক্তি করা। তোমার দেওয়ালে সে খুঁটি রাখতে চাইলে বাধা না দেওয়া। তাকে আগে জিজ্ঞাসা না করে ও তার সাথে পরামর্শ না করে তার সংলগ্ন কোন জায়গা বা বাড়ী অন্য কাউকে বিক্রী না করা, অথবা ভাড়া না দেওয়া। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه فى جداره))

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার দেওয়ালে খুঁটি রাখতে প্রতিবেশীকে নিষেধ না করে।' (বুখারী)

তিনি আরো বলেন,

((من كان له جار فى حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرضه عليه))

অর্থাৎ, 'যার জমির সাথে কোন প্রতিবেশীর জমি আছে, অথবা যার কোন শরীক আছে, তাকে আগে জিজ্ঞাসা না করে, সে যেন তার জমি বিক্রী না করে।' (হাকিম)

মুসলমানের প্রতি আদব ও তার অধিকার

মুসলিম এ কথা বিশ্বাস করে যে, তার অন্য মুসলমান ভা'য়ের এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যা তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং সেগুলির সে যত্ন নেয় এবং তা আদায় করে। আর এই হক্ব ও অধিকারগুলি আদায় করাকে এমন এবাদত বলে মনে করে, যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। কারণ, এই আদব ও অধিকারগুলি আল্লাহই মুসলমানদের উপর ওয়াজিব করেছেন। আর এই আদব ও অধিকারগুলি হলো নিম্নরূপ-

১। দেখা হলে, বাক্যালাপের পূর্বে তাকে সালাম করবে। বলবে, 'আস্ সালামো আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু' এবং তার সাথে মুসাফাহ করবে। আর সে এই বলে সালামের উত্তর দেবে, 'অ আলাই কুমুস্সালাম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু'। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾

অর্থাৎ, 'আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তার জাওয়াব দাও। অন্ততঃ অনুরূপভাবে তো বটেই।' (৪ঃ ৮৬) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير))

অর্থাৎ, 'যে সাওয়ারীর উপরে যাবে, সে পদব্রজের যাত্রীকে সালাম করবে। আর যে পদব্রজে যায়, সে যে বসে আছে তাকে সালাম করবে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করবে।' (বুখারী) তিনি আরো বলেন,

((وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف))

অর্থাৎ, 'পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করবে।' (বুখারী-মুসলিম)

২। হাঁচির পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে তার উত্তরে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে। অতঃপর সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউসলেহ বালাকুম'। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন

إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم))

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কারো হাঁচি এলে, তার ভাই যেন বলে, 'য়্যারহামুকাল্লাহ' তারপর সে যেন বলে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউসলেহ বালাকুম'।' (বুখারী) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাঁচি আসতো, তখন তিনি স্বীয় মুখমন্ডলে হাত, অথবা কাপড় রাখতেন এবং শব্দকে দমন করতেন।' (আবু দাউদ)

৩। অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে এবং তার আরোগ্যের জন্য দোআ করবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس))

অর্থাৎ, 'একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে। আর তা হলো, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।' (বুখারী-মুসলিম)

৪। মৃত্যু বরণ করলে, তার জানাযায় শরীক হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس))

অর্থাৎ, 'একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে। আর তা হলো, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা ও হাঁচির পর 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।' (বুখারী-মুসলিম)

৫। কোন কিছুর ব্যাপারে তার জন্য কসম খেলে, তা পূরণ করবে। যাতে সে তার কসমভঙ্গকারী না হয়। কেননা, বারা বিন আযেব (রাঃ) এর হাদীসে বলা হয়েছে যে,

((أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيادة المريض، و إتباع الجنائز، و تشميت العاطس، و إبرار القاسم، و نصر المظلوم، و إجابة الداعى، و إفشاء السلام))

অর্থাৎ, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার, জানাযায় শরীক হওয়ার, হাঁচির পর 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলার, কসম পূরণ করার, অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করার, দাওয়াত কবুল করার এবং সালামের প্রচলন সৃষ্টি করার।' (বুখারী)

৬। কোন কিছুর সম্পর্কে, বা কোন ব্যাপারে সে পরামর্শ চাইলে, তাকে সুপরামর্শ দেবে। অর্থাৎ, যা তার জন্য ঠিক ও কল্যাণকর বলে মনে করে, তা সুস্পষ্টভাবে তাকে বলে দেবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له))

অর্থাৎ, 'যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কারো নিকট কোন পরামর্শ চায়, তাহলে সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়।' (বুখারী)

৭। যা নিজের জন্য ভালবাসে, তা তার জন্যও বাসবে। আর যা নিজের জন্য অপছন্দ করে, তা তার জন্যও অছন্দ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অন্য ভা'য়ের জন্যও না বাসবে।' (মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))

অর্থাৎ, 'একজন মুমিন অন্য মুমিনের জন্য এমন একটি অট্টালিকার

মত, যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি পৌঁছায়।' (বুখারী-মুসলিম)
৮। তার সাহায্য করবে। যখন সে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করবে, তখনই তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সাহায্য থেকে তাকে কোন সময় বঞ্চিত করবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرايت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)) البخاري

অর্থাৎ, 'তোমার ভাই অত্যাচারী হোক, বা অত্যাচারিত, তার সাহায্য করো।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, অত্যাচারিত হলে তার সাহায্য করবো। কিন্তু যে অত্যাচারী তার সাহায্য কেমন করে করা যায়? তিনি বললেন, 'তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখো এবং তার মধ্যে ও তার কার্যকলাপের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো। এটাই হবে তোমার তার(অত্যাচারীর) সাহায্য করা।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভা'য়ের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।' (তিরমিজী)
৯। কোন অনিষ্টকর বা অবাঞ্ছনীয় জিনিস যেন তাকে না পৌঁছে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((كل المسلم على المسلم حرام، دمه، و ماله، و عرضه))

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পত্তি এবং সম্ভ্রম অন্য মুসলমানের উপর হারাম (মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((لا يحل لمسلم أن يروع مسلما))

অর্থাৎ, 'কোন মুসলমানকে ভীত সন্ত্রস্ত করা অন্য মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।' (আহমদ, আবু দাউদ) তিনি আরো বলেন,

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده))

অর্থাৎ, 'মুসলমান তো সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।' (বুখারী-মুসলিম)

১০। তার সাথে নম্র আচরণ করবে। তার সাথে অহংকার প্রদর্শন করবে না এবং তার বৈধ স্থান থেকে তাকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বসবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِيْ الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْراً﴾

অর্থাৎ, 'লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। আর যমীনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।' (৩১ঃ ১৮) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত নম্র হয়, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেকের জন্য নম্র হতেন। কোন রকমের অহংকার ও দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি বিধবা নারী ও ফকীর-মিসকীনদের সাথে চলাফেরা করতেন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তিনি বলেন,

((لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، و لكن توسعوا و تفسحوا))

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং তোমরা নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ত-তার সৃষ্টি করে নেবে।' (বুখারী-মুসলিম)

১১। তিন দিনের অধিক তার সাথে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا و يعرض هذا و خيرهما الذي يبدأ بالسلام))

অর্থাৎ, 'কোন মুসলমানের তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়। এভাবে যে উভয়ে মুখোমুখী হয়, তখন তারা একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে, সে-ই উত্তম।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((ولا تدابروا، و كونوا عباد الله إخوانا))

অর্থাৎ, 'পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো।' (বুখারী-মুসলিম)

১২। তার গীবত করবে না। তাকে ঘৃণা করবে না। তার গোপনীয় দোষ বর্ণনা করবে না। তার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। তাকে মন্দ খেতাবে ডাকবে না এবং মানুষের মাঝে ফিৎনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চুগলী করতঃ তার কোন কথাকে অন্যের নিকট পৌঁছে দেবে না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকো। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, তার মৃত ভা'য়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই উহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো।' (৪৯ঃ ১২) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَن يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ، وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ، بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ، وَ مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভাল হবে। আর না স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের দোষা-রোপ করো না, এবং না একজন অপর লোকদের খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এইরূপ আচার আচরণ হতে বিরত না থাকে, তারাই যালিম।' (৪৯ঃ ১১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

((أ تدرون مالغيبة؟ قالوا الله و رسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، و إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته))

অর্থাৎ, 'তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, গীবত হলো, তোমার ভা'য়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, আমি যা বলি, তা যদি সত্যিকার তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো, তা যদি সত্যি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তুমি গীবত করলে। আর যদি সে জিনিস তার মধ্যে না থেকে থাকে, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।' (মুসলিম) তিনি শেষ হজ্জের বিদায়ী ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'তোমাদের রক্ত, বিষয়-সম্পত্তি এবং মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম।' (মুসলিম) তিনি এ কথাও বলেন যে,

((لا يدخل الجنة قتات))

অর্থাৎ, 'চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারী-মুসলিম)

১৩। জীবিত, অথবা মৃত কোন অবস্থায় তাকে গালি দেবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر))

অর্থাৎ, 'মুসলিমকে গাল-মন্দ করা ফাসেকী এবং তার সাথে খুনোখুনি করা কুফরী।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا))

অর্থাৎ, 'তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।' (বুখারী)

১৪। তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তার ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা রাখবে না এবং তার গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকো। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।'(৪৯ঃ ১২)

১৫। তাকে ধোঁকা দেবে না। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং

তার সাথে মিথ্যা বলবে না। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ﴾

অর্থাৎ, 'আর যেসব লোক মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে।' (৩৩ঃ ৫৮) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((أربع من كن فيه كان منا فقا خالصا، و من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، و إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، و إذا خاصم فجر))

অর্থাৎ, 'চারটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফেক বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে চারটের একটি থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে একটি মুনাফেকী অভ্যাস আছে বলা হবে। অভ্যাসগুলো হলো, আমানতের খেয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদাচুক্তি ভঙ্গ করা এবং ঝগড়া বাধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা।' (বুখারী-মুসলিম)

১৬। উত্তম চরিত্রসহ তার জন্য যা কল্যাণকর, তা পেশ করবে এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করবে। সহাস্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তার অনুগ্রহ গ্রহণ করবে। তার দ্বারা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে গেলে, তা ক্ষমা করে দেবে এবং তার শক্তির উর্ধ্বে কোন কিছু তার উপর চাপাবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((اتق الله حيثما كنت، و اتبع السيئة الحسنة، و خالق الناس بخلق حسن))

অর্থাৎ, 'সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করো, মন্দ কাজ হয়ে গেলে, ভাল কাজ করো, তা পাপ মুছে দেবে এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করো।' (তিরমিজী)

১৭। বড় হলে তাকে শ্রদ্ধা করো। আর ছোট হলে তার প্রতি রহম করো। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا))

অর্থাৎ 'যে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে নয়।' (আবু দাউদ)

কাফেরদের প্রতি আদব

মুসলিম এই ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম হলো বাতিল ধর্ম। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারীরা কাফের। একমাত্র ইসলাম হলো সত্য ধর্ম। এই ধর্মের অনুসারীরাই মুমিন মুসলমান। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম।' (৩ঃ ১৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَ مَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَن يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ, 'ইসলাম ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না। এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।' (৩ঃ ৮৫) এ থেকেই প্রত্যেক মুসলমানের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যারা ইসলামকে একমাত্র ধর্ম বলে মেনে না নিবে, তারা কাফের। তবে কাফেরদের প্রতি নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখে।

১। কুফরীর উপর তার প্রতিষ্ঠিত থাকাকে সে মেনে নেবে না এবং তাতে সে সন্তুষ্টও থাকবে না। কারণ, কুফরীতে সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী।

২। তাকে সে আন্তরিক ঘৃণা করবে, কেননা আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। অতএব ভালবাসা আল্লাহর নিমিত্ত হবে এবং ঘৃণাও তাঁর নিমিত্তে হবে। কাজেই আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন বলেই মুসলমানরা তাকে ঘৃণা করবে।

৩। তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ﴾

অর্থাৎ, 'মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।' (৩ঃ ২৮) তিনি আরো বলেন,

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ﴾

অর্থাৎ, 'তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা

পোষণ করে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা করেছে। তারা তাদের পিতা-ই হোক, কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক, বা তাদের ভাই-ই হোক, অথবা হোক তাদের বংশ-পরিবারের লোক।' (৫৮ঃ ২২)

৪। যদি সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করে, তাহলে তার সাথে উত্তম ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না এই কাজ হতে যে, তোমরা সেই লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি। এবং তোমাদে-রকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বহিষ্কার করে নি। সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন।' (৬০ঃ ৮)

৫। তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করবে। সুতরাং ক্ষুধার্ত হলে, আহার করাবে। পিপাসিত হলে, পান করাবে। অসুস্থ হলে, দেখতে যাবে এবং ধ্বংস ও কষ্ট থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء))

অর্থাৎ, 'যমীনে আচরণশীল প্রত্যেকের উপর দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানওয়ালা তোমার উপর রহম করবেন।' (তাবরানী, হাকিম)

৬। তার মাল ও সম্ভ্রম লুঠে তাকে কষ্ট দেবে না, যদি সে মুসলমানদের

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((يقول الله تعالى: يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا))

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না।' (মুসলিম)

৭। তাকে হাদিয়া দেওয়া এবং তার হাদিয়া কবুল করা জায়েয। আর ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান হলে, তার খাবার খাওয়াও জায়েয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾

অর্থাৎ, 'আহলে-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।' (৫ঃ ৫) অনুরূপ বিশুদ্ধভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মদীনার এক ইয়াহুদী দাওয়াত করলে, তিনি তা গ্রহণ করেন এবং সে যা তাঁর জন্য পেশ করে, তা আহার করেন।

৮। কোন মুমিনাহ মহিলার বিবাহ তার সাথে দেওয়া যাবে না। তবে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের মহিলাদেরকে বিবাহ করা যাবে। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾

অর্থাৎ, 'নিজেদের কন্যাদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দেবে না। যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে।' (২ঃ ২২১) আর ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান মহিলাদের সাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার প্রমাণ হলো, মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلاَ مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ﴾

অর্থাৎ, 'পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য হতে সুরক্ষিতা নারীরা তোমাদের জন্য হালাল। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিবাহ বন্ধনে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীন লালসা পূরণ, কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে নয়।' (৫ঃ ৫)

৯। হাঁচির পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে উত্তরে 'য়্যাহদী কুমুল্লাহ অ ইউলেহ বালাকুম' বলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ইয়াহুদীরা এই আশায় হাঁচি দিতো যে, তিনি তাদের উত্তরে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউলেহ বালাকুম'।

১০। তাদেরকে আগে সালাম করবে না। তবে যদি তারা সালাম করে, তাহলে শুধু 'অ আলাইকুম' বলবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم))

অর্থাৎ, 'আহলি-কিতাবদের কেউ যদি তোমাদেরকে সালাম করে, তাহলে তোমরা শুধু 'অ আলাইকুম' বলবে। (বুখারী-মুসলিম)

১১। কোন স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাকে আরো সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه))

অর্থাৎ, 'ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের আগে সালাম দিবে না। যদি তাদের কারো সাথে কোন রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাদেরকে আরো সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে।' (আবু দাউদ)

১২। তাদের বিরোধিতা করবে। তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من تشبه بقوم فهو منهم))

অর্থাৎ, 'যে কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন বিবেচিত হবে।' (বুখারী-মুসলিম)

পশুজাতের প্রতি আদব

প্রত্যেক মুসলমানকে মনে করতে হবে যে, অধিকাংশ পশুই এক সম্মানিত সৃষ্টি। তাই তাদের প্রতি দয়া ও সমবেদনা প্রদর্শন করা এবং নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখা সকলের উচিত।

১। ক্ষুধিত ও পিপাসিত হলে, পানাহার করানো। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((في كل ذي كبد رطبة أجر))

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে নেকী রয়েছে।' (আহমদ, ইবনে মা-

জাহ)

২। তার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها إليها))

অর্থাৎ, 'কে এর বাচ্চা ধরে এনে একে ভীত সন্ত্রস্ত করেছো? তার বাচ্চা তার কাছে রেখে এসো।' (আবু দাউদ)

৩। জবাই, অথবা হত্যা করার সময় তাকে আরাম দেওয়া। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته))

অর্থাৎ, 'আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের বেলায়ই করুণা করাকে ফরয বা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। তাই তোমরা যখন কোন প্রাণীকে হত্যা করবে, তখন উত্তমভাবে হত্যা করবে। আর যখন কোন প্রাণীকে জবাই করবে, তখন উত্তমভাবে জবাই করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে শানিত করে নেয় এবং পশুকে আরাম দেয়।' (মুসলিম)

৪। কোন প্রকারের আযাব ও শাস্তি তাকে দেবে না। যেমন, অত্যধিক ক্ষুধার্ত রাখা, মারধর করা, বা তার শক্তির উর্ধ্বে বহন করানো এবংতাকে আগুনে পুড়ানো ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((دخلت إمرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض))

অর্থাৎ, 'একটি মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে, যাকে সে আবদ্ধ রেখেছিল। আর এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায়। আবদ্ধ অবস্থায় তাকে সে পানাহার করায়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যে সে যমীনে আচরণশীল কীট-পতঙ্গ আহার করবে।' (বুখারী-মুসলিম) অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পিঁপড়ার একটি জ্বলিত বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন,

((إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار))

অর্থাৎ, 'আগুনের প্রভু ব্যতীত অন্য কারো আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নাই।' (আবু দাউদ)

৫। অনিষ্টকর পশু-পাখি হত্যা করা জায়েয। কামড়ানো কুকুর, বাঘ, সাপ, বিছে ও ইঁদুর ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الحية والعقرب، والغراب الأبقع الكلب العقور الحديا))

অর্থাৎ, 'পাঁচটি দুষ্টপ্রকৃতির প্রাণীকে হালাল ও হারাম উভয় স্থানে হত্যা করা জায়েয। আর তা হলো, সাপ, বিছে, দাঁড়কাক, কামড়ানো কুকুর এবং চিল।' (মুসলিম)

৬। উট, গরু ও ছাগলের কানে কোন ভাল উদ্দেশ্যে দাগা জায়েয। কারণ, এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সাদকার উটকে দেগে ছিলেন। তবে উক্ত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশুকে দাগা জায়েয নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুখমন্ডলে দাগিত এক গাধাকে দেখে বললেন, 'তার উপর

আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক, যে এই গাধার মুখমন্ডলে দেগেছে।' (মুস লিম)

৮। পশুদের নিয়ে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর আনুগত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়বে না। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়।' (৬৩ঃ ৯) অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((الخيل ثلاثة: هى لرجل أجر، ولرجل ستر، و على رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة فما أصابت من طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شسرقا أو شرقين كانت آثارها وأروائها حسنات له وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي عليه وزر))

অর্থাৎ, 'ঘোড়া তিন ভাগে বিভক্ত। কিছু ঘোড়া তো তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ হবে। আর কিছু ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য আবরণ হবে। আবার কিছু ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য বোঝা হবে। যেসব ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ হবে, তা হচ্ছে এমন ঘোড়া, যাদেরকে আল্লাহর পথে

নিছক জিহাদের জন্য সবুজ শ্যামল চারণ ক্ষেতে, অথবা বাগানে ছেড়ে দেয়। অতঃপর তারা চারণ ক্ষেতে বা বাগানে যে পরিমাণ ঘাস পাতা খায়, তার প্রত্যেকটি ঘাসের বিনিময়ে নেকী লেখা হয়। আর পাহাড়ের টিলায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে যেসব দড়ি ছিঁড়ে তার বদলায় আল্লাহ্ তাদের প্রতিটি পায়ের দাগ পদক্ষেপ এবং যতবার মলত্যাগ করে, তার সমপরিমাণ নেকী লিখেন। আর যেসব ঘোড়া মালিকের জন্য আবরণ হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া, যাদেরকে মালিক পালন করে সচ্চরিত্রতা এবং দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা অর্জনের কারণে। তারপর তাদের পিঠ ও ঘাড়ের ব্যাপারে আল্লাহ যে হক্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ভুলে নেই। এই ধরনের ঘোড়া হচ্ছে তাদের মালিকের জন্য আবরণ। আর যেসব ঘোড়া তাদের মালিকের বোঝায় ও গুনাহে পরিণত হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া, যাদেরকে তার মালিক কেবল লোক দেখাবার জন্য, গর্ব করার জন্য ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য পালন করে। এই ধরনের ঘোড়া মালিকের জন্য বোঝা।' (বুখারী) এই হলো পশুজাতের প্রতি কতিপয় আদবের কথা, যা প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতঃ এবং সেই শরীয়তের নির্দেশের উপর আমল করতঃ পালন করে, যে শরীয়ত প্রত্যেক মানুষ এবং পশু-পাখি সহ সকল সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত ও কল্যাণের বার্তা বহন করেছে।

মজলিস ও বসার আদব

মুসলমানদের সম্পূর্ণ জীবন পরিচালিত হবে ইসলামী তরীকা ও পদ্ধতি অনুযায়ী। ইসলাম মুসলমানদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছে। এমন কি তাদের পারস্পরিক বসার তরীকা ও পদ্ধতি কেমন হবে, সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে

মজলিস ও বসার ব্যাপারে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত আদবগুলি মেনে চলতে হবে। আর তা হলো,

১। মজলিসে এসে সেখানে উপস্থিত সকলকে আগে সালাম করবে। তারপর বসবে। কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، و لكن توسعوا و تفسحوا))

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং তোমরা নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ত-তার সৃষ্টি করে নেবে।' (বুখারী-মুসলিম) ইবনে উমারের জন্য কোন ব্যক্তি যদি নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলে তিনি সেখানে বসতেন না। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يحل لرجل أن يفرق بين إثنين إلا بإذنهما))

অর্থাৎ, 'দুই ব্যক্তি (এক সঙ্গে বসে থাকলে) তাদের মধ্যস্থলে বসে ব্যবধান সৃষ্টি করা বৈধ নয়। তবে তারা অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।' (আবু দাউদ, তিরমিজী)

২। কোন ব্যক্তি তার স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যদি আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে উক্ত জায়গার সে-ই বেশী অধিকারী। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به))

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সেই স্থানের অধিকার তারই সব চেয়ে বেশী।' (মুসলিম)

৩। বৃত্তের মাঝখানে বসবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لعن من جلس وسط الحلقة))

অর্থাৎ, 'তার প্রতি লানত যে বৃত্তের মাঝখানে বসে।' (আবু দাউদ)

৪। মজলিসে বসে দাঁতের খিলাল করবে না। নাকে আঙ্গুল দিবে না। খাঁকার ও থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকবে। বেশী নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে বসে থাকবে। সঠিক কথা বলতে প্রচেষ্টা করবে। নিজের ও তার পরিবা-রবর্গের সৌন্দর্যকে বয়ান করবে না এবং অন্য কেউ তার সাথে কথা বললে, তার কথাকে না কেটে নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা ইত্যাদিও মজলিস ও বসার আদবের আওতায় পড়ে।

মুসলিম দু'টি কারণের ভিত্তিতে উক্ত আদবসমূহের যত্ন নেয়। আর তা হলোঃ

(ক) যাতে করে তার কোন ভাই তার আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে কোন কষ্ট না পায়। কারণ মুমিনকে কষ্ট দেওয়া হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম বলেন,

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

অর্থাৎ, 'মুসলমান তো সে-ই, যার হাত ও জিভের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।' (বুখারী-মুসলিম)

(খ) যাতে করে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভক্তি সৃষ্টি হয়। কেননা, ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে আপসে প্রেম ও ভালবাসা সহকারে জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

রাস্তার পাশে বসলে তার আদব

১। দৃষ্টি অবনত রাখবে। কাজেই কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। আর না কারো প্রতি ঈর্ষাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে, অথবা ঘৃণার চোখে দেখবে।

২। পথিকদের কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। তাই কোন ব্যক্তিকে জিভ দ্বারা গালি দিয়ে, অথবা তার খারাপ কিছু তুলে ধরে, কিংবা হাত দিয়ে প্রহার করে, বা কারো মাল ছিনিয়ে এবং পথিকদের চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোন কষ্ট দেবে না।

৩। যাত্রীরা সালাম দিলে, তাদের সালামের উত্তর দিবে। কারণ, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾

অর্থাৎ, 'আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তার জাওয়াব দাও। অন্ততঃ অনুরূপভাবে তো বটেই।' (৪ঃ ৮৬)

৪। কোন ভাল কাজ কাউকে ত্যাগ করতে দেখলে, তা করার নির্দেশ দিবে। কারণ, এটা তার দায়িত্ব। অনুরূপ ভাল কাজের আদেশ দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। যেমন, মনে করুন, আযান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা, অথবা যাত্রীরা কেউ নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া

তার উপর ওয়াজিব।

৫। তার সামনে কাউকে কোন মন্দ কাজ করতে দেখলে, তা থেকে তাকে বাধা প্রদান করবে। কারণ, মন্দ কাজের বাধা প্রদান করাও মুসলমানদের কর্তব্য। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من رأى منكم منكرا فليغيره))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা রোধ করে।' (মুসলিম) যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার সামনে অন্যায়ভাবে প্রহার করছে, বা তার মাল ছিনিয়ে নিচ্ছে, এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, সাধ্যানুসারে সে তাকে এই অন্যায় থেকে বাধা প্রদান করবে।

৬। বিপথগামীকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

উপরোক্ত সমূহ আদবের দলীল হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই বাণী,

((إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجلسنا نتحدث فيها قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطواالطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق؟ قال غض البصر، وكف الأذى، وردالسلام،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بعض الروايات: وإرشاد الضال))

অর্থাৎ, (সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) 'রাস্তায় বসা থেকে তোমরা নিজেদেরকে দূরে রাখো। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসা থেকে বাঁচার আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা রাস্তায় বসে আপসে কথাবার্তা বলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

বললেন, তোমরা যখন রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছো, তখন রাস্তার অধিকার আদায় করবে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার আবার অধিকার কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিসি রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আর বিপথগামীকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া'। (বুখারী-মুসলিম) মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নেওয়াও বসার আদবের অন্তর্ভুক্ত। হতে পারে মজলিসে থাকাকালীন কেউ তার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে, কাজেই ক্ষমা চেয়ে নিলে তার এই ত্রুটির কাফফারা হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন,

((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আর তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।' আর এই দোআ পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, ' এতে মজলিসে সংঘটিত ত্রুটির কাফফারা হয়ে যায়।' (তিরমিজী)

পানাহারের আদব

মুসলিম পানাহার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যে, এটা অন্য এক মহান লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম মাত্র। পানাহারই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং সে পানাহার করে দৈহিক সুস্থতা ও সবলতা অর্জনের জন্য, যা তাকে আল্লাহর এবাদত সম্পাদনে সক্ষম করবে। আর এই এবাদত তাকে পারলৌকিক সম্মান-মর্যাদা ও পরম সৌভাগ্য লাভের অধিকারী বানাবে। তাই সে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির চাহিদার দাবীতে ও পানাহারই প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে তা গ্রহণ করে না। বরং পানাহারের ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিশেষ আদবগুলির যত্ন নেয়। আর তা হলো,

(ক) পানাহারের পূর্বের আদব,

১। খাদ্য যেন হালাল পন্থায় উপার্জিত হয়। হারামের কোন লেশমাত্র যেন না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! যেসব পবিত্র দ্রব্যাদি আমি তোমাদের দান করেছি, তা অসংকোচে খাও।' (২ঃ ১৭২) আর পবিত্র বলতে এমন হালাল দ্রব্যাদি, যা ঘৃণ্য ও নোংরাজাতীয় হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ما نبت من سحت فالنار أولى به))

অর্থাৎ, 'যে গোশত হারাম খাদ্যে তৈরী, জাহান্নাম তার হকদার বেশী।'

২। পানাহারের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর এবদত সম্পাদনে শক্তি অর্জন। নিয়তের গুণে এই আহারাদি আল্লাহর আনুগত্যে পরিণত হবে, যাতে সে নেকী পাবে।

৩। খাওয়ার পূর্বে হস্তদ্বয় ধুয়ে নেবে, যদি তাতে নোংরাজাতীয় কোন কিছু লেগে থাকে, কিংবা তা পবিত্র আছে কি না, তা যদি তার জানা না

থাকে।

৪। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিনয় সহকারে বসতেন, সেইভাবে বসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا آكل متكئا إنما آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد))

অর্থাৎ, 'আমি হেলান দিয়ে খাই না। বরং সেইভাবেই খাই, যেভাবে বান্দার খাওয়া উচিত। আর ঐভাবেই বসি, যেভাবে বান্দার বসা উচিত।' (বুখারী)

৫। খাবার যা উপস্থিত পাবে, তা সন্তুষ্টচিত্তে আহার করবে। কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করবে না। কারণ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

((ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كره تركه))

অর্থাৎ, ' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। রুচিসম্মত হলে, আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন।' (বুখারী)

৬। মেহমান, অথবা স্ত্রী, কিংবা সন্তানাদি, বা বাড়ীর চাকরকে সাথে নিয়ে এক সঙ্গে খাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إجتمعوا على طعامكم يبارك الله فيه))

অর্থাৎ, 'এক সঙ্গে আহার করো, তাতে আল্লাহ বরকত দিবেন।' (আবু দাউদ)

(খ) খাওয়াকালীন আদব,

১। 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া আরম্ভ করবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره))

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ খাওয়া আরম্ভ করবে, তখন সে 'বিসমিল্লাহ' বলে আরম্ভ করবে। যদি প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায়, তাহলে বলবে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখিরাহু'। (আবু দা-উদ, তিরমিজী)

২। খাওয়ার শেষে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। কেননা, রাসূল সাল্লা ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((من أكل طعاما وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة،غفر له ما تقدم من ذنبه))

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি খাওয়ার শেষে বললো, (আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআ'মানী হাযাত্তাআ'ম অরাযাক্বানীহ, মিন গায়রে হাওলিন মিন্নী অলা কুওয়া) অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে এই খাদ্য আহার করালেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায় উদ্যোগ এবং ছিল না কোন শক্তি সামর্থ্য, আল্লাহ তার বিগত সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেবেন।' (বুখারী-মুসলিম)

৩। ডান হাত দিয়ে তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করবে। ছোট ছোট লুকমা উঠিয়ে ভালভাবে চিবাবে। অনুরূপ নিজের দিক থেকে খাবে,

প্লেটের মধ্য থেকে নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'হে বৎস! আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের দিক থেকে খাও।' (বুখারী-মুসলিম
৪। খাদ্যের কোন কিছু যদি পড়ে যায়,তাহলে তা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে নিয়ে তা খেয়ে নিবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان))

অর্থাৎ, 'যদি তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায়, তাহলে সে যেন তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য যেন তা ছেড়ে না দেয়।' (মুসলিম)
৫। গরম খাদ্য ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করবে না এবং ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত তা আহারও করবে না। পান করাকালীন পানির পাত্রে শ্বাস ছাড়বে না। কারণ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পানাহারের পাত্রে শ্বাস ছাড়তে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারী)
৬। অত্যধিক পেটপুরে খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب إبن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يفعل فثلث طعامه، وثلث لشربه، وثلث لنفسه))

অর্থাৎ, 'মানুষের ভরা পেটের অপেক্ষা খারাপ পাত্র আর নাই। মানুষের কোমর সোজা করার জন্য কয়েকটি গ্রাসই তো যথেষ্ট। এর

পরও কিছু ভরার যদি প্রয়োজন হয়, তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, অপর অংশ পানীয় এবং অন্য অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রেখে দেবে।' (আহমদ, ইবনে মাজা)

৭। মজলিসে বয়োজ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকলে, তাঁর আগে পানাহার আরম্ভ করবে না। কারণ, এটা আদবের পরিপন্থী।

৮। খাওয়াকালীন অন্যান্য সাথী-সঙ্গীদের প্রতি তাকাতাকি করবে না এবং খাওয়ার সময় তাদের পর্যবেক্ষণ করবে না। কারণ, এতে তারা লজ্জাবোধ করবে।

৯। খাওয়ার সময় এমন কোন কাজ করবে না, যা স্বাভাবিকভাবে মানুষ ঘৃণা করে। কাজেই খাওয়াকালীন পাত্রে হাত ঝাড়বে না। অনুরূপ মাথাকে প্লেটের বেশী নিকটে আনবে না, যাতে মুখের খাবার প্লেটে না পড়ে। আর দাঁত দিয়ে রুটির কোন অংশ কামড়ে ধরলে, তার বাকী অংশটুকু যেন প্লেটে না পড়ে তারও খেয়াল রাখবে। অনুরূপভাবে খাওয়াকালীন ঘৃণিত ও জঘণ্য বাক্য ব্যবহার করবে না, যাতে তার সাথী-সঙ্গীর যেন কোন কষ্ট না হয়।

(গ) খাওয়ার পরের আদব

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ করতঃ খুব পেটপুরে খাবে না।

২। হাতকে চেটে নেবে, অথবা মুছে নেবে, যাতে তাতে কোন কিছু অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর ভালভাবে পরিষ্কার করে নেবে।

৩। খাদ্যের কোন কিছু পড়ে গেলে, উঠিয়ে নেবে। কারণ, এটা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়।

৪। দাঁতের খিলাল ও কুলি করবে। কারণ, এটা মুখের জন্য ভাল।

৫। পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যে খাওয়ালো তার

জন্য এই দোআটি করবে।

((اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفرلهم وارحمهم))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের রুজীতে বরকত দাও। তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি রহম করো।' (মুসলিম)

সফরের আদব

সফর করা হলো মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক প্রয়োজনীয় ব্যাপার। হজ্জও উমরাহ, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান অন্বেষণ এবং আত্মীয়-স্বজনের যিয়ারত করা ইত্যাদিগুলি এমনই জিনিস, যার জন্য সফর করা অত্যাবশ্যক। তাই ইসলাম সফরের বিধান ও উহার আদবসমূহের ব্যাপারে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যেক সৎ মুসলমানের কর্তব্য এগুলি শেখা এবং তা বাস্তবায়ন করা। সফরের বিধানগুলি নিম্নরূপ,

১। চার রাকআত নামাযগুলি কসর করতঃ দু'রাকআত করে পড়বে। তবে মাগরিবের কোন কসর না করে, তা তিন রাকআতই পড়বে। কসর সেখান থেকেই আরম্ভ হবে, যেখানে মুসাফির বসবাস করছে। আর স্বীয় বাসস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত কসর অব্যাহত রাখতে পারবে। কিন্তু সে যে শহরে যাচ্ছে সেখানে যদি চার দিন ও তার অধিক অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে কসর না করে পুরো নামাযই পড়বে। অতঃপর আবার যখন সে স্বীয় শহর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন নিজ গন্তব্যস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত কসর করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾

অর্থাৎ, 'আর যখন তোমরা সফরে বের হবে, তখন নামায কসর

করে পড়লে কোন দোষ নাই।' (৪ঃ ১০১) অনুরূপ আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে মদীনা থেকে মক্কা যাই, তখন তিনি চার রাকআত নামাযগুলি কসর করতঃ দু'রাকআত করে পড়েছিলেন। আর মদীনা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি কসর অব্যাহত রেখেছিলেন।' (নাসায়ী, তিরমিজী)

২। মুসাফিরদের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসাফিরদের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং বাড়ীতে অবস্থানকারীর জন্য এক দিন এক রাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।' (মুসলিম)

৩। পানি না পেলে, বা পানি সংগ্রহ করা কষ্টকর হলে, কিংবা পানির দাম অত্যধিক বেড়ে গেলে, তায়াম্মুম করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ﴾

অর্থাৎ, 'আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো, কিংবা পথিক অবস্থায় থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাকো, আর তারপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো এবং তা দ্বারা নিজের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ করো।' (৪ঃ ৪৩)

৪। রমযান মাসে রোযা ত্যাগ করতে পারবে। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে, কিংবা ভ্রমণকার্যে লিপ্ত থাকলে, অন্য সময় এই দিনগুলির রোযা পূরণ করবে।' (২ঃ ১৮৪) অর্থাৎ, অন্য দিনে ত্যাগকৃত রোযার কাযা করবে।

৫। সাওয়ারীর উপর নফল নামায জায়েয, তাতে সাওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। কারণ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাওয়ারীর উপর নফল নামায পড়তেন। আর তার মুখ এদিক ওদিক হতে থাকতো।' (বুখারী-মুসলিম)

৬। যোহর, আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাযকে একত্রে পড়া মুসাফিরের জন্য জায়েয। আর এটা দুইভাবে হয়। যেমন, যোহরের সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে এশাকে পড়ে নেওয়া। একে বলা হয় জামআ তাক্বদীম তথা অগ্রিম পড়ে নেওয়া। কিংবা যোহরের নামাযকে আসরের সাথে আসরের সময়ে এবং মাগরিবের নামাযকে এশার সাথে এশার সময়ে পড়া। একে বলা হয় জামআ তা'খীর তথা বিলম্ব করে পড়া। মুআয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে তাবুক সফরে গিয়েছিলাম। তখন তিনি যোহর ও আসরকে এক সাথে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়েছিলেন।' (বুখারী-মুসলিম)

সফরের আদব

১। দাবী পূরণ করবে এবং আমানত তার মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে। কারণ, সফরে ধ্বংসের আশংকা থাকে।

২। সফরের পাথেয় যেন হালাল পন্থায় সঞ্চয় করে থাকে। স্বীয় স্ত্রী, সন্তানাদি ও পিতা-মাতা সহ যাদের ব্যয়ভার তার উপর ওয়াজিব, তাদের ব্যয় করার মত জিনিস রেখে যাবে।

৩। পরিবারবর্গ এবং ভাই ও বন্ধুদের নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের জন্য এই দোআটি করবে।

((أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم))

(আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম অ আমানাতিকুম অখাওয়াতিমা আ'মালিকুম) অর্থাৎ, আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতসমূহ এবং তোমাদের আমালের সমাপ্তিপর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।' আর বিদায়দাতারা তার জন্যও এইভাবে দোআ করবে যে, আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার দ্বারা ভূষিত করুন! তোমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং যেখানেই তুমি থাকো তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'লুকমান আলাই সাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহর হিফাযতে কোন কিছু ছেড়ে গলে, তিনি তার হিফাযত করেন।' (নাসায়ী) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাউকে বিদায় দিলে বলতেন,

((أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك))

(আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা অ আমানাতিকা অখাওয়াতিমা আ'মালিকা) অর্থাৎ, 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তিপর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।' (আবু দাউদ)

৪। তিনজন, বা চারজন, কিংবা তারও অধিক উপযুক্ত সঙ্গী সহ সফর করবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, বলেন,

((الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، الثلاثة ركب))

অর্থাৎ, 'একজন সাওয়ার হচ্ছে একটি শয়তান। আর দু'জন সাওয়ার দু'টি শয়তান। আর তিনজন সাওয়ার
হচ্ছে কাফিলা।' (আবু দাউদ, তিরমিজী) তিনি আরো বলেন,

((لو أن الناس يعلمون.من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده))

অর্থাৎ, 'একাকিত্বের কঠিনতা যা আমি জানি, মানুষ যদি তা জনতো, তাহলে কেউ রাতে একা সফর করতো না।' (বুখারী)

৫। একাধিক মুসাফির হলে, তারা আপসে পরামর্শ করে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেবে, যে তাদের নেতৃত্ব দেবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمر أحدهم))

অর্থাৎ, 'যদি তিনজন সফরে বের হয়, তাহলে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেবে।' (আবু দাউদ)

৬। সফরের পূর্বে ইস্তিখারার নামায পড়ে নেবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক ব্যাপারে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মত ইস্তিখারার নামায শিক্ষা দিতেন।' (বুখারী)

৭। সাওয়ারীর উপর আরোহণ করার সময় এই দোআটি পাঠ করবে।

((بسم الله وبالله والله أكبرتوكلت على الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني نسألك في سفرنا هذا البروالتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل واالمال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وخيبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل والولد))

অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে আরোহণ করছি। তিনি মহান। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। মহান পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্য এই জিনিসগুলিকে অধীননিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলিকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও তাকওয়ার প্রার্থনা জানাই এবং এমন আমলের সামর্থ্য তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই যাত্রাকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং উহার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি এই সফরে আমাদের সাথী, আর আমাদের পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমারা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত দৃশ্য দর্শন হতে ও প্রত্যাবর্তন-কালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন থেকে।' (আবু দাউদ)

৮। বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে সফরে বের হবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((اللهم بارك لأمتي في بكورها))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে দিনের প্রথমাংশে বরকত দান করো।' (আবু দাউদ, তিরমিজী) অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে সফরে বের হতেন।

৯। যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করবে, তকবীর পাঠ করবে।

যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف))

অর্থাৎ, 'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফর করবো। তাই কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করবে, তকবীর পাঠ করবে।' (তিরমিজী)

১০। কাউকে ভয় করলে নিম্নের দোআটি পড়বে।

((اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (আবু দাউদ)

১১। সফরে খুব বেশী বেশী দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করবে। কেননা, সফরে দোআ গৃহীত হয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده))

অর্থাৎ, 'তিন ব্যক্তির দোআ নিঃসন্দেহে গ্রহণ হয়। অত্যাচারিত ব্যক্তির দোআ, মুসাফিরের দোআ এবং সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার দোআ।' (তিরমিজী)

১২। যখন কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন পড়বে,

((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق))

অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' আর যখন রাত্রি ঘনিয়ে আসবে, তখন বলবে,

((يا أرض ربي ربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليك، واعوذ بالله من شر أسد وأسود، ومن حية وعقرب، ومن ساكني البلد، ومن والد وما ولد))

অর্থাৎ, 'হে যমীন! তোমার ও আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার অনিষ্টকারিতা থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে এবং তোমার উপর যা কিছু চরে বেড়ায়, তার অনিষ্টকারিতা থেকে। আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বাঘ ও কাল সাপ থেকে এবং অন্য সব রকমের সাপ বিচ্ছু থেকে, আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং জন্মদানকারী ও যা জন্ম লাভ করেছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে।' (মুসলিম)

১৩। একাকিত্বের ভয় অনুভব করলে, নিম্নের দোআটি পড়বে।

((سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات بالعزة والجبروت))

অর্থাৎ, 'আমি পবিত্র বাদশাহ, জিব্রাঈল ও সমস্ত ফেরেশতার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার গৌরব ও মহা শক্তির দ্বারা

আকাশমন্ডলী ছেয়ে আছে।'

১৪। যখন কোন শহরে প্রবেশ করবে, তখন নিম্নের দোআটি পড়বে,

((اللهم اجعل لنا بها قرارا، وارزقنا فيها رزقا حلالا، اللهم إني أسألك خيرهذه المدينة وخيرما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! এই শহরে আমাদের অবস্থান স্থিতিশীল করে দাও। আমাদেরকে এখানে হালাল রুজি দান করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই শহরের কল্যাণ ও শহরের ভিতরে যা কল্যাণ আছে, তার সবটাই কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই শহরের অনিষ্টকারিতা থেকে ও এর ভিতরে যা আছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোআটি পাঠ করতেন।

১৫। প্রত্যাবর্তনকালে তিনবার তাকবীর পাঠ করবে এবং বারবার নিম্নের দোআটি পড়বে,

((آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون))

অর্থাৎ, 'আমরা এখন (সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করতে করতে, এবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এইভাবেই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে করেছেন।

১৬। পরিবারদের নিকট রাতে ফিরবে না। কাউকে তার আসার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আগেই পাঠিয়ে দেবে। যাতে তার আসা তাদের জন্য হঠাৎ না হয়। কারণ এটাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরীকা।

১৭। কোন মহিলা মাহারাম (স্বামী, অথবা, যার সাথে তার বিবাহ হারাম) ব্যতীত সফর করবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها))

অর্থাৎ, 'কোন মহিলার জন্য মাহারাম ব্যতীত একদিন ও একরাতের দূরত্বে সফর করা জায়েয নয়।' (বুখারী-মুসলিম)

পোশাক-পরিচ্ছদের আদব

প্রত্যেক মুসলমানকে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত আদবসমূহের খেয়াল রাখতে হবে।

১। রেশমের তৈরী কোন পোশাক পরিধান করবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم))

অর্থাৎ, 'রেশম ও সোনা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।' (তিরমিজী)

২। গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار))

অর্থাৎ, 'যে গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।' (বুখারী-মুসলিম)

৩। সাদা রঙের পোশাককে অন্যান্য পোশাকের উপর প্রাধান্য দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم))

অর্থাৎ, 'সাদা পোশাক পরিধান করো, কারণ এটা পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদের দাফন করো।' (নাসায়ী)

৪। মহিলা এমন লম্বা পোশাক পরিধান করবে, যা তার উভয় পাকে ঢেকে রাখবে। আর মাথায় উড়না ফেলে রাখবে, যা তার বক্ষোদেশকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ﴾

অর্থাৎ, 'হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে।' (৩৩ঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾

অর্থাৎ, 'আর মুমিন স্ত্রীলোকরা যেন নিজেদের বক্ষোদেশের উপর উড়নার চাদর ফেলে রাখে। আর নিজেদের স্বামী ও পিতা ব্যতীত অন্য কারো সামনে সৌন্দর্যের প্রদর্শন যেন না করে।' (২৪ঃ ৩১)

৫। সোনার আংটি ব্যবহার করবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم))

অর্থাৎ, 'রেশম ও সোনা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।' (তিরমিজী) তবে রূপোর আংটি ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই।

৬। শুধু এক পায়ে জুতা পরে চলবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা ইহি অসাল্লাম বলেন,

((لا يمش أحدكم بنعل وحدة ليحفهما، أو لينعلهما جميعا))

অর্থাৎ, 'তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় পাকে অনাবৃত রাখবে, অথবা উভয় পায়ে জুতা পরবে।' (মুসলিম) আর জুতা পরার সময় ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করবে। তবে খুলার সময় বাম দিক থেকে।যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال))

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে। আর খুলার সময় যেন বাম দিক থেকে শুরু করে।'(মুসলিম) অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, তিনি জুতা পরিধান করা, চিরুনি করা এবং পবিত্রতা অর্জন সহ প্রত্যেক ব্যাপারে ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই ভালবাসতেন।' মুসলিম)

৭। পুরুষরা মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরিধান করবে না।কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل))

অর্থাৎ, 'সেই পুরুষের উপর আল্লাহর লানত, যে মহিলার পোশাক পরিধান করে। আর সেই মহিলার উপর আল্লাহর লানত, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।' (আবু দাউদ) অনুরূপ যে পুরুষরা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করা হয়েছে।' (বুখারী)

৮। নতুন পোশাক পরিধান করার সময় নিম্নের দোআটি পরবে।

((اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخيرما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরালে। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের কামনা করছি এবং ঐ কল্যাণেরও প্রত্যাশী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। আর কাপড়ের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ঐ অনিষ্ট থেকেও, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে।' (আবু দাউদ, তিরমিজী)

প্রাকৃতিক অভ্যাসের প্রতি আদব

প্রাকৃতিক স্বীকৃত পাঁচটি জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। যেমন, তিনি বলেন,

((خمس من الفطرة، الإستحداد والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط, وتقليم الأظا فر))

অর্থাৎ, 'পাঁচটি জিনিস হলো অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, খাতনা করা, মোঁচ খাট করা, বগলের চুল ছিঁড়ে ফেলা এবং নখ কাটা।' (বুখারী-মুসলিম)

১। মুসলিম নাভির নীচের লোম ব্লেড,ক্ষুর ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবে।

২। খাতনা বলতে, যে চামড়া পুরুষের লজ্জাস্থানের মাথা ঢেকে রাখে, তা কর্তন করা। জন্মের পর সপ্তম দিনে এ কাজ করা ভাল। তবে বিলম্ব করাতেও কোন দোষ নাই।

৩। মোঁচ খাট করবে এবং দাড়ি বাড়াবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى...))

অর্থাৎ, 'মোঁচ খাটো করো এবং দাড়ি বাড়াও।'(মুসলিম) তিনি আরো বলেন,

((خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))

অর্থাৎ, 'মুশরিকদের বিরোধিতা করতঃ তোমরা মোঁচ খাটো করো এবং দাড়ি বাড়াও।' (বুখারী-মুসলিম) তবে 'কাযআ' করা থেকে বিরত থাকবে। আর 'কাযআ' হলো, মাথার কিছু অংশ নেড়া করা এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'কাযআ' করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম) যদি কেউ কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল রাখে, তাহলে পরিষ্কার-পরিছন্ন ও চিরুনি করতঃ উহার সম্মান করবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যার চুল আছে, সে যেন তার সম্মান করে।'(বুখারী-

মুসলিম)

৪। বগলের চুল ছিঁড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তবে ছিঁড়তে না পারলে চেঁচে নেবে।

৫। নখ কাটাও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। নিয়ম হলো, আগে ডান হাতের নখ কাটবে ও পরে বাম হাতের। অতঃপর ডান পায়ের ও পরে বাম পায়ের। মুসলমান এই কাজগুলি রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণের নিয়ত করে করবে, যাতে সে সাওয়াবের অধিকারী হয়। কারণ, নেকী নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যা নিয়ত করে, তা-ই সে পায়।

ঘুমের আদব

অর্থাৎ, 'মুসলমানেরা মনে করে যে, নিদ্রা বা ঘুম আল্লাহর এমন এক নিয়ামত, যদ্দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থাৎ, 'সেই আল্লাহর রহমত ছিল বলে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যেন তোমরা (রাত্রে) প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং (দিনের বেলা) তোমাদের খোদার অনুগ্রহ সন্ধান করবে। হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।' (২৮ঃ ৭৩) আর আল্লাহর এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা হলো, নিম্নে বর্ণিত আদবগুলির যত্ন নেওয়া।

১। এশার নামাযের পর কোন বিশেষ প্রয়োজন যেমন, জ্ঞানচর্চা, মেহমানের সহিত কথোপকথন, অথবা স্ত্রীর সাথে ভালবাসা বিনিময় ইত্যাদি ব্যতীত শুতে বিলম্ব করবে না। কেননা, আবু বাযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত

যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এশার আগে শোয়া এবং এশার পর কথোপকথন অপছন্দ করতেন।' (বুখারী-মুসলিম)

২। ওযু করে ঘুমাতে প্রচেষ্টা করবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বারা বিন আযিব (রাঃ)কে বলেছিলেন, 'তুমি যখন শোয়ার বিছানায় যাবার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় ওযু করে নেবে। তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে।' (বুখারী-মুসলিম)

৩। প্রথমে ডানকাতে শোবে এবংবামকাতকে বালিশ বানিয়ে নিবে। পরে বামকাতে হয়ে গেলে, তাতে কোন দোষ নাই। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'তুমি যখন শোয়ার বিছানায় যাবার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় ওযু করে নিবে। তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে।' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেন, 'যখন তুমি পবিত্রাবস্থায় বিছানায় যাবে, নিজের ডান দিককে বালিশ বানিয়ে নেবে।' (আবু দাউদ)

৪। রাতে, অথবা দিনে শয়নকালে উপুড় হয়ে শোবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'উপুড় হয়ে শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ ও ঘৃণা করেন।' (আবু দাউদ)

৫। সাধ্যানুসারে শয়নকালে প্রমাণিত দোআগুলি পাঠ পরবে। যেমন,

১। ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ,'৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। অতঃপর একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নিয়ে একশত বার পূর্ণ করে নেবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আলী ও ফাতিমা (রাঃ) তাঁদের সহযোগিতার জন্য একজন খাদেম চাইলে, তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা যা চেয়েছ, তার থেকে উত্তম জিনিসের কথা কি তোমাদেরকে বলবো না? তা হলো, যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ,' ৩৩

বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। এটা খাদেমের থেকেও তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।' (মুসলিম)

২। অনুরূপ সূরা 'ফাতিহা,' সূরা 'বাক্বারাহ'র প্রথম চারটি আয়াত, 'আয়াতুল কুরসী', সূরা 'বাক্বারাহ' শেষাংশ, 'কুলহু আল্লাহু আহাদ,' 'কুলআউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুলআউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করবে। কারণ হাদীসে এগুলি পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দোআটি পড়বে।

((الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور))

অর্থাৎ, 'সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন। আর আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।'

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র	
আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা	৩
সাহাবার প্রতি ভালবাসা	১১
আল্লাহর প্রতি আদব	১৬
আল্লাহর কালামের প্রতি আদব	২১
রাসূলের প্রতি আদব	২৪
নাফসের প্রতি আদব	২৬
পিতা-মাতার অধিকার	৩২
সন্তানদের অধিকার	৩৫
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার	৩৭
আত্মীয়দের প্রতি আদব	৪৬
প্রতিবেশীর প্রতি আদব	৪৮
মুসলমানের প্রতি আদব	৫১
কাফেরের প্রতি আদব	৬২
পশুজাতের প্রতি আদব	৬৭
মসজিলের আদব	৭১
পানাহারের আদব	৭৬
সফরের আদব	৮২
পোশাক-পরিচ্চদের আদব	৯১
প্রাকৃতিক অভ্যাসের প্রতি আদব	৯৪
ঘুমের আদব	৯৬